মন'প্যাথি'

শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩·১·১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

দ্বিতীয় সংস্করণ

দুই টাকা

শ্রদ্ধেয় রস-সাহিত্যিক

৺শরদিন্দুনাথ রায়ের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে-

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

১৩৩০ সালের কার্ত্তিক মাসের 'ভারতবর্ষে' নারদ বিচিত্রিত, পরশুরাম রচিত "চিকিৎসা-সঙ্কট" প্রকাশিত হয়। উহা পাঠ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করি এবং আমার মনে হয় যে নাটিকাকারে রূপান্তরিত করিতে পারিলে উহা জনপ্রিয় হইতে পারে। কিন্তু এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে কে ?—এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের স্বর্গগত কবি, হাস্যরসিক শরদিন্দুনাথ রায়ের কথা মনে হইল। বাংলার রঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার স্থান বর্ত্তমানে কত উচ্চে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিত সুধীসমাজ তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বেই তিনি অকালে ইহধাম হইতে বিদায় লন। তাঁহার অবর্ত্তমানে এই গুরুভার বন্ধুমণ্ডলী আমার উপর অর্পণ করিলেন। পরশুরামের অপূর্ব্ব রচনার সহিত ভাষা সংযোজন করা আমার পক্ষে দুঃসাহসের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কত দ্বিধা ও সঙ্কোচের সহিত যে বন্ধুগণের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছিলাম তাহা এখনও আমার মনে পড়ে। যাহা হউক শরদিন্দুনাথকে স্মরণ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম, এবং পরলোক হইতে তাঁহারই প্রেরণা আমাকে শেষ পর্য্যন্ত অনুপ্রাণিত রাখিয়াছিল।

১৩৩১ সালের ১৭ই বৈশাখ কাশিমবাজার রাজবাটীতে ইহার প্রথম অভিনয় হয়। ইহার পরেও একাধিক স্থানে ইহার অভিনয়

হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কলিকাতার মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে “মির্জ্জাপুর ড্র্যামাটিক ইউনিয়ন”এর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। এই সকল অভিনয়ে যোগদান করিয়া যাঁহারা ‘মনপ্যাথি’কে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

রচনার এত বিলম্বে ইহা কেন মুদ্রিত হইল তাহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। আমি মুদ্রাযন্ত্রকে বড় ভয় করিতাম, বিশেষতঃ নিজের রচনা বিষয়ে। শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এত দিন পরে সেই ভয় ভাঙ্গিয়া দিলেন। ইহার জন্য তাঁহার নিকট আমি ঋণী।

কাশিমবাজার রাজবাটী,
দোলপূর্ণিমা, ১৩৩৮।

বিনীত-
শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

কিছুদিন হইল 'মনপ্যাথি'র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। ইহা পুনঃ প্রকাশের জন্য অনুরাগী পাঠক, সখের নাট্যসম্প্রদায় প্রভৃতির নিকট হইতে কয়েকটী অনুরোধও আসিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য যথাসময়ে ব্যবস্থা করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত।

নাটিকাখানি প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই ধীরে ধীরে সহরে, সুদূর পল্লীগ্রামে, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, ক্লাবে এবং অন্যান্য বহুস্থানে ইহা মঞ্চস্থ হইয়াছে। এমন কি লণ্ডন সহরেও ভারতীয় ছাত্রমণ্ডলী একাধিকবার ইহার অভিনয় করিয়াছেন। সাধারণ পাঠক সকলের নিকট হইতেও ইহা যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে।

শ্রীপরশুরামের মূল কল্পনাকে বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করিয়া এই দুঃখ, অভাব ও দৈন্যের জগতে যদি কথঞ্চিৎ আনন্দরস বিতরণে সহায়তা করিতে সমর্থ হইয়া থাকি তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব।

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় His Master's Voice গ্রামোফোন কোম্পানী ইহার মূল অংশটী লইয়া গ্রামোফোন রেকর্ড করাইয়াছেন।

অভিনয়ের সুবিধার জন্য এই সংস্করণে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইল। ইতি

কাশিমবাজার রাজবাটী,
ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৫৩

বিনীত—
শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী

ভূমিকা

"চিকিৎসা-সঙ্কট"—একটা তুচ্ছ ছোট গল্প। লিখিবার সময় ভাবি নাই যে কোনও কালে তাহার পাত্রপাত্রী রঙ্গমঞ্চে দেখা দিবে। তথাপি এ গল্প সাধারণের মনে লাগিয়াছে এবং ইহার অভিনয়ও বহু স্থানে হইয়াছে। মূল রচনা এত ছোট যে তাহা যথাযথ গ্রহণ করিলে অভিনয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়, সে জন্য অনেকেই তাহা ইচ্ছামত বাড়াইয়া ও বদলাইয়া নাট্যের উপযোগী করিয়াছেন।

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র এ বিষয়ে অগ্রণী, তিনিই সর্ব্বপ্রথমে "মনপ্যাথি" নামে রূপান্তরিত করিয়া ইহার অভিনয় নিজ প্রাসাদে করান। তাঁহার সেই রচনা এখন সাধারণের জন্য প্রকাশিত হইল। তিনি নানা গুরু কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও যে হাস্যরসে মন দিবার সময় পান, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। নীরস কর্ত্তব্যভারের অবকাশে কিঞ্চিৎ রসচর্চ্চা সহৃদয়তার লক্ষণ। মহারাজ নিজে উপভোগ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অন্যকেও আনন্দের ভাগ দিতে চান। "মনপ্যাথি" নাটিকা রচনায় তাঁহার সহৃদয়তা সার্থক হইয়াছে।

পরশুরাম

প্রস্তাবনা

মন'প্যাথি', মন'প্যাথি',
সার্‌বে এতে মনের ব্যাধি,
থাক্‌বে না আর এ সংসারে
আধি ব্যাধির ভয়।
নিরালাতে গভীর ধ্যানে
দীরঘ শ্বাসে, হতাশ প্রাণে,
আকাশ পানে তাকিয়ে থাকা
তাই কি বুকে সয়!
চাঁদের আলোর রজত নায়ে,
কুসুম বাসে, মলয় বায়ে,
হৃদয় মাঝে মনের মাণিক
করবে তারে জয়

পাত্রপাত্রী

পুরুষ

নন্দদুলাল মিত্র	নির্ব্বোধ ধনী
গুপী বোস	পসারহীন উকীল
বিধু ও বঙ্কু	নন্দের নিষ্কর্ম্মা বন্ধুদ্বয়
ডাক্তার তফাদার	এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার
নেপালচন্দ্র রায়	হোমিওপ্যাথ ডাক্তার
হকিম সাহেব	ফরাক্কাবাদের য়ুনানী হকিম
মীর মুন্সী	ঐ সহকারী
সাধু	ভণ্ড তপস্বী
রঘু	উড়িয়া ভৃত্য

পথিকগণ, ফিরিওয়ালাগণ, অন্ধ ভিখারিণী, ভিখারী বালক, মাড়োয়ারী, বেয়ারা, নাপিত, সেতারী, চেলাদ্বয় ইত্যাদি।

স্ত্রী

মিসেস বোস	গুপী উকীলের স্ত্রী
পিসীমা	নন্দের পিসী
মিস্ শান্তা মল্লিক	মিসেস বোসের ভগ্নী, লেডি ডাক্তার।

মনপ্যাথি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্। কাল—সন্ধ্যা

[রাস্তা ও ফুটপাথে নানাজাতীয় পথচারী, ফেরিওয়ালা, যথা খেলনা-ওয়ালা, খবরের কাগজওয়ালা, কুল্‌পীওয়ালা প্রভৃতি এবং অন্যান্য পথব্যবসায়ী ঘোরাফেরা করিতেছে। একদিকে ফুটপাথ ও রাস্তার অর্দ্ধাংশ দেখা যাইতেছে। ট্রাম ও বাস নেপথ্যের এক অংশে গতায়াত করিতেছে এবং তাহা দেখা না যাইলেও তাহার শব্দ শুনা যাইতেছে।]

খেলনাওয়ালা। লে—লে—বাবু—দো—দো—আনা। বহুৎ সস্তা। লে—লে—বাবু—দো—দো—আনা।

খবরের কাগজওয়ালা। টে-লি-গা-রা-ফ্—টে-লি-গা-রা-ফ্—জবর খবর—জবর খবর।

অন্ধ ভিখারিণী। অন্ধ—নাচার—বাবা! একটী পয়সা দিয়ে যাও বাবা!

কুল্‌পীওয়ালা। কুল্‌পী বরফ—কুল্‌পী বরফ।

(জনৈক পথিক অন্যের সহিত ধাক্কা লাগায়)

১ম পথিক। রাস্তা দেখে চল্‌তে পারেন না?

২য় পথিক। দেখ্‌তে পাইনি স্যর।

১ম পথিক। দেখ্‌তে পান নি,—চোখের মাথা খেয়েছেন!

২য় পথিক। স্যর, চোখ গরম করবেন না।

১ম পথিক। চোখ গরম! চোখ গরম কি মশাই?

২য় পথিক। আবার বলছি স্যর,—মাথা গরম করবেন না।

১ম পথিক। আপনি ত' বড় বদ্‌লোক মশাই!

(দুইজনের মধ্যে হাতাহাতি লাগিয়া গেল। ফুটপাথ হইতে এক ভদ্রলোক ইহাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করিতে আসিলেন)

ভদ্রলোক। কি হয়েছে মশাই! রাস্তার মধ্যে হাতাহাতি কেন?

(১ম ও ২য় পথিক একসঙ্গে কি বলিলেন বুঝা গেল না। তবে উক্ত ভদ্রলোক তাঁহাদের দুইজনকে ভিন্ন করিয়া দিলেন)

খেলনাওয়ালা। লে—লে—বাবু—দো—দো—আনা। বহুৎ সস্তা। লে—লে—বাবু—দো—দো—আনা।

খবরের কাগজওয়ালা। টে-লি-গা-রা-ফ্—টে-লি-গা-রা-ফ্—তাজা খবর—তাজা খবর।

অন্ধ ভিখারিণী। অন্ধ—নাচার—বাবা। একটী পয়সা দিয়ে যাও বাবা।

কুল্‌পীওয়ালা। কুল্‌পী বরফ—কুল্‌পী বরফ।

(নেপথ্যে বাসের শব্দ ও জনৈক কণ্ডাক্টারের প্রবেশ)

কণ্ডাক্টার। শ্যামবাজার—শ্যামবাজার।

(কয়েকজন ব্যক্তি নেপথ্যে বাহির হইয়া গেল। এমন সময় নেপথ্যে সহসা ট্রাম থামিবার শব্দ। জনৈক ভদ্রলোক নেপথ্যে ট্রাম হইতে নামিবার কালীন টাল সামলাইতে না পারিয়া মঞ্চের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া গেলেন। সকলের দৃষ্টি ও গতি ঐ দিকে গেল।)

সঙ্গে সঙ্গে নানাস্বরে। গেলো—গেলো—গেলো—ধরো—ধরো—ধরো—বাঁধো—বাঁধো—বাঁধো। আহা-হা-হা।

চারিদিকে গোলমাল। সকলে নিক্ষিপ্ত ভদ্রলোককে ঘিরিয়া দাঁড়াইল)

১ম ব্যক্তি। ওঃ মশাই খুব বেঁচে গিয়েছেন—কেটেকুটে যায়নি ত' ?

২য় ব্যক্তি। ভিরমি ব্যামো ছিল বুঝি ?

৩য় ব্যক্তি। মাতাল ! দেখ্‌ছ না চোখ দুটো ?

১ম ব্যক্তি। কোথাকার পাড়াগেঁয়ে ভূত !

৩য় ব্যক্তি। ট্রাম না থাম্‌তে থাম্‌তে নাম্‌তে গেলে কেন বাপু। এখন ভোগো। Ambulance ডাকো। Ambulance—Ambulance.

ভূপতিত নন্দবাবু। চোট লাগেনি বিশেষ কিছু—Ambulanceএর দরকার নাই, আমি এমনি যেতে পারব।

১ম ব্যক্তি। লাগেনি কি মশাই ! খুব লেগেছে—দু' মাসের ধাক্কা।

২য় ব্যক্তি। বাড়ী গিয়ে টের পাবেন।

৪র্থ ব্যক্তি। আরে মোলো, ভাল করলে মন্দ হয়। স্পষ্ট দেখলাম লেগেছে—তবু বলে লাগেনি।

(এমন সময় সম্মুখের লোকগুলি স'রিয়া গেল এবং নন্দবাবুর আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহাকে চ্যাংদোলা করিয়া তুলিয়া আ'নিতে লাগিল)

৩য় ব্যক্তি। Ambulance কই ? Ambulance—

শীগ্‌গীর Ambulance ডাকনা ভাই তোমাদের মধ্যে কেউ একজন।

নন্দ। আমায় দয়া করে ছেড়ে দিন। এ্যাম্বুলেন্স ট্যাম্বুলেন্স কিছু লাগবে না। আমার বিশেষ কিছু লাগেনি।

জনৈকা বৃদ্ধা। ওরে কি সর্ব্বনাশ হলো রে—ওরে তুই কার বাছারে। (ক্রন্দন) তুই কি আর বাঁচবি রে।

নন্দ। আমায় ছেড়ে দিন। আমার কিচ্ছু লাগেনি। দয়া করে একখানা রিক্সা ডেকে দিন, তাতেই আমি যেতে পারব। এ্যাম্বুলেন্স ট্যাম্বুলেন্স আমার দরকার হবে না।

(জনৈক ব্যক্তি নন্দবাবুর দুইটী প্যাকেট যাহা গোলমালের মধ্যে রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছিল তাহা তাঁহার হাতে দিল)

নন্দ। (দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে) একখানা রিক্সা যদি দয়া করে ডেকে দেন।

১ম ব্যক্তি। বাড়ী গিয়েই Anti-tetanus একটা ampoule নিয়ে নেবেন। ভুলবেন না যেন।

২য় ব্যক্তি। তার থেকে আমাদের দেশী ওষুধ চুণ-হলুদ অনেক ভাল। ব্যথা একদিনে জল হয়ে যাবে।

৩য় ব্যক্তি। আরে মশাই, Arnica 3 কয়েক dose খেয়ে দেখবেন ব্যথা টেরই পাবেন না।

(এই সময় নেপথ্যে রিক্সার ঘণ্টা শুনা গেল)

সমস্বরে কয়েকজন। এই রিক্সা, ইধার—ইধার আও।

(নন্দবাবুকে ধরিয়া লইয়া সকলে নিষ্ক্রান্ত হইতে হইতে)

১ম ব্যক্তি। (নেপথ্যে চাহিয়া) খুব সাবধানে নিয়ে যাবি।

২য় ব্যক্তি। খুব ধীরে ধীরে যাবি।

নন্দ। ধন্যবাদ। আমি ঠিক যেতে পারব।

(নন্দবাবুর খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রস্থান। অন্য সকলে বিভিন্ন দিকে প্রস্থান করিতে করিতে)

১ম ব্যক্তি। এ যাত্রায় ভদ্রলোক খুব বেঁচে গেছেন।

২য় ব্যক্তি। নিয়তি—নিয়তি—একেই বলে নিয়তি।

খেলনাওয়ালা। লে—লে—বাবু—দো—দো—আনা।

খবরের কাগজওয়ালা। টে-লি-গা-রা-ফ—টে-লি-গা-রা-ফ।

অন্ধ ভিখারিণী। অন্ধ—নাচার—বাবা। একটী পয়সা দিয়ে যাও বাবা।

কুল্‌পীওয়ালা। কুল্‌পী বরফ—কুল্‌পী বরফ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—নন্দবাবুর বৈঠকখানা। কাল—সন্ধ্যা

[নন্দবাবুর বন্ধুগণ পাঁপরভাজা, চা ও সিগারেট খাইতেছিলেন।]

গুপী। তাইত হে, রাত্রি ৭টা বেজে গেল, নন্দ এখনও এল না কেন? মনে ক'রে দেখ, এতটা রাত হ'ল—

বঙ্কু। মাইরি, দাদা আমার নিশ্চয়ই কা'র প্রেমে পড়েছে, নইলে এত দেরী ত' কোন দিন হয় না।

নিধু। সে বাওয়া সে চিজই নয়। গ্যাঁটের পয়হা খরচ করে' আমোদ ক'রবার ছেলেই সে নয়।

গুপী। সে কথা ঠিক বলেছ। বাপ, মনে করে দেখ, Commissariatএ চাকরি করে' যথেষ্ট টাকা রেখে গেছে—নগদ টাকা, এক বাণ্ডিল কোম্পানির কাগজ, এত বড় বাড়ীখানা, মনে করে' দেখ, অভাব কিসের!

নিধু। আমি ত তাই বলি,—নন্‌দা তোমার অভাব কিসের! টাকার ত বাওয়া গাছ লাগিয়েছ, কিছু ঝাড় না। সেই বিরিঞ্চি আমলের ফরাস তাকিয়া,

আর মান্ধাতা আমলের কতকগুলো ছবি ; দেখলে বাওয়া আমার গা গিস্ গিস্ করে। পয়হা খরচ হবে বলে’ নন্দা আমার এতদিনের মধ্যে একখানা মোটর কিনলে না। অবশ্য বন্ধুবান্ধবদের মাঝে মাঝে দু’একদিন বই কি আর বেশী চড়াতে’ হ’ত। তা’ বাওয়া নন্দার আমার ট্রাম আর ট্রাম। ট্রামই ওকে খেয়েছে।

বঙ্কু। আমি বলি দাদা, মাইরি বে’থা কর। বউদি’ না হ’লে কি বাড়ী মানায়! বউদি’ এলে মাইরি, তোমার ঘোড়া, জুড়ী গাড়ী, মোটর সব হ’বে। কান টান্‌লে মাইরি, মাথাও আসে। তা আমার কথায় কি কান দেবে।

গুপী। যাই বল তোমরা, মনে ক’রে দেখ, ক্রমশই যে ভাববার কথা হয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্য্যন্ত কোন trespassএর chargeএ পড়্‌ল না কি!

বঙ্কু। মাইরি, fourth man এর অভাবে আজ দেখছি bridgeটা আর হয় না।

নিধু। আমি বাওয়া বলে দিচ্ছি, নন্দা ফিরে এলেও খেলার অবস্থা যে থাকবে তা বলে’ মনে হয় না।

বঙ্কু। দাঁড়াও মাইরি, পাশের বাড়ী থেকে 'ফোন' করে' দেখি ; নিজের বাড়ীতে রাখলে যে খরচা বাড়বে।

(উত্থান)

গুপী। মনে করে' দেখ, ভাল কথা বলেছ বঙ্কু, মেডিক্যাল কলেজ, ক্যাম্বেল, থানাগুলো—

নিধু। তার সঙ্গে আবগারীর দোকানগুলো বাদ দিও না বাওয়া।

বঙ্কু। সে সব মাইরি, আমাকে কিছু ব'লতে হবে না—

(ধূলাগায়ে, জামা ও কাপড় ছেঁড়া, কাগজ-মোড়া বাণ্ডিল হস্তে হাঁপাইতে হাঁপাইতে নন্দের প্রবেশ)

সকলে। (উঠিয়া) একি ! একি !

গুপী। (গম্ভীর হইয়া) একি ! মনে করে' দেখ assault নাকি ? 322 I. P. C. ? রাস্তায় না কা'র বাড়ীর ভেতর ?

বঙ্কু। মাইরি, কার প্রেমে পড়েছিলে দাদা ?

নন্দ। আর ভাই, ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে আজ নাকালের একশেষ।

গুপী। কেউ ধাক্কা টাক্কা দেয় নি ?—কারুর সঙ্গে মারামারি করনি ?—মনে করে' দেখ, ঠিক মনে করে' দেখ—

নন্দ। না—ঠিক মনে আছে—

নিধু। পয়হা দিয়ে ট্রামে উঠেছিলে ত? না যাওয়া আর কিছু? (অংগভঙ্গী করিল)

নন্দ। সে ধাতের ছেলেই আমি নই। যাক এ যাত্রায় খুব বেঁচে গিয়েছি কিন্তু, কিছু লাগে টাগে নি।

গুপী। অ্যাঁ। লাগে নি, মনে করে' দেখ, তাই কি কখনও হ'তে পারে! এখন বুঝতে পারছ না বটে, কাল সকালে টের পাবে।

নিধু। ওরে রঘু, থোরা গরম দুধ পিলিয়ে দাও বাওয়া, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

(রঘু চাকরের প্রবেশ)

বঙ্কু। মাইরি, পা দু'টো কি একেবারে কাটা গেছে? দেখি, দেখি। (তথাকরণ—নিধু ও বঙ্কু নন্দের দুটী পা টানিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল)

রঘু। উঃ! কি সরবনাশ! মোর বাবুর দ্বিটা গোড় কণ কাটি যাইচি! হা মোর কপালরে,—মা, মা—

(প্রস্থান)

নন্দ। কি করছ! তোমরা কি আমাকে পাগল ঠাওরালে? সত্যি বল্‌ছি, কিছু লাগে নি। খুব বেঁচে গিয়েছি এ যাত্রায়।

নিধু। নন্‌দা! ট্রামে উঠবার আগে কিছু মাল টেনে উঠেছিলে নাকি?

নন্দ। কি যে বল। দুঃখের কথা কি বল্‌ব ভাই, মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে গিয়েছিলাম কটা জিনিষ কিনতে। কে জানত ফিরবার পথে তে-সন্ধ্যায় বেষ্পতিবারের বারবেলাটা হাতে হাতে ফলে যাবে।

নিধু। বাওয়া কবি সাধে বলে' গিয়েছেন (সুর করিয়া) "পার ত কেউ জন্মনাক, বিষ্যুৎবারের বার বেলা; জন্মাও ত সামলাতে পার্‌বে নাক তার ঠেলা—তার ঠেলা—তার ঠেলা।"

(কাঁধ দিয়া নন্দকে ঠেলা দিল)

গুপী। আহা, মনে করে' দেখ, নিধু যে গান ধরে ফেল্লে! থাম, থাম! এখনই 124-A. I. P. Cতে পড়ে যাবে।

বঙ্কু। মাইরি, দাদার এ রকম অসুখ, আর তুমি মাইরি, গান ধরে ফেললে; কি আক্কেল তোমার!

নন্দ। অসুখ কিছু নয়।

গুপী। (গম্ভীরভাবে) উহুঁ মনে করে' দেখ, শরীরের ওপর অত অযত্ন ক'রো না। তুমি, মনে করে' দেখ, Penal Code ত পড়নি। এই গ্রীষ্মকালের

সন্ধ্যে বেলার ফুরফুরে দখিন হাওয়ায়, মনে করে' দেখ, মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া ভাল লক্ষণ নয়।

নন্দ। (ভাবিয়া) মাথা তো আমার ঘোরে নি, কেবল এই কোঁচার কাপড়টা পায়ে বেধে'—

বঙ্কু। আরে না না, মাইরি, ঘুরেছিল বৈ কি।—মাথাটা ঘুরেছিল, ট্রামটা ঘুরেছিল, পিথ্যিবীখানাই ঘুরেছিল। আহা! দাদার কি চেহারাই হয়েছে, মাইরি।

নিধু। ক্রমশই তালপাতার সেপাই হয়ে দাঁড়াচ্ছ—বাওয়া। কোন্ দিন vanishing pointএ গিয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিশে না যাও।

নন্দ। হ্যাঁ, তা বটে, শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে বটে, কিন্তু মাথাটা—(ভাবিতে লাগিল)

গুপী। হ্যাঁ, এই মাথাটার একটা ব্যবস্থা কর। এইত, কাছাকাছি, মনে করে' দেখ, ডাক্তার তফাদার রয়েছেন। অত বড় physician, মনে করে' দেখ, সহরে আর পাবে কোথা? ১৬৪৲ টাকা ভিজিট। মফঃস্বলে দিন ৯৯৯৲ টাকা ফি। মনে করে দেখ, ইয়া গাট্টাগোট্টা চেহারা। বিলেতী আর আমেরিকান ডিগ্রীর মস্ত ল্যাজ। পাঁচখানা

মোটর। মনে করে' দেখ, কাল সকালে তাঁকে মাথাটা একবার দেখিয়ে এস।

বঙ্কু। আমি বলি মাইরি, নেপাল ডাক্তারকে দেখালেই ভাল হয়। অমন বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথ, মাইরি, সহরে আর দুটী নেই। মেজাজটা একটু তিরিক্ষি বটে, কিন্তু বুড়োর বিদ্যে অসাধারণ। বইয়ের একেবারে পাহাড়।

নিধু। রেখে দাও বাওয়া তোমরা হুমোপাখী আর বইয়ের পাহাড়। বইয়ের আলমারী সাজিয়ে বসে' থাক্‌লেই বাওয়া বিদ্যে হয় না। ওই দুটো সাগুদানা আর দু' ফোঁটা ওষুধে তোমার কিছু হবে না বাওয়া।

(রঘুর প্রবেশ)

রঘু। বাবু মা, কান্থয়ছি।

নন্দ। তুই বুঝি খবর দিয়ে এলি, আমি ট্রাম থেকে পড়ে গিয়েছি ?

রঘু। সে বাবু যে সেতে বেলে কউথেলে আপণঙ্কর দ্বিটা গোড় এক্কেবারে কাটি যাইছি।

নন্দ। দেখেছ বেটার কাণ্ড—পিসীমা হয়ত কেঁদেই আকুল।

গুপী। চল চল আমরা যাই। উনি বোধ হয় মনে করে দেখ, এই দিকেই আসছেন।

(সকলের প্রস্থান।)

(পিসীমার প্রবেশ)

পিসীমা। হাঁ বাবা, পায়ে বেশী লাগে নি ত ?

নন্দ। না পিসীমা, এ যাত্রায় খুব বেঁচে গিয়েছি।

পিসী। (নিরীক্ষণ করিয়া) বাবা বাঁচলাম ; রঘু যেমন করে ছুটে গেল, আমি ত' কেঁদেই সারা, বাছার আমার কি হ'ল।—তোর বাপ ম'রবার সময় আমার হাত ধরে' ব'ললে, দিদি, নন্দের আর কেউ রইল না। (চক্ষু মার্জ্জনা) আমি কি আর কথা ব'ল্‌তে পারলুম। সেই থেকে তোকে কোলে পিঠে করে মানুষ ক'রছি। তোর মা সে ত' তুই হ'বার এক বছর পরেই মারা গেল।

নন্দ। রঘু দেখ্‌ছি একটা কাণ্ডই বাধিয়ে তুলেছে।

পিসী। রঘু যে ব'লছিল তোর পা দু'টো—

নন্দ। ওর যেমন কথা। এই দেখনা আমার দুটো পা'ই গোটা আছে।

পিসী। সত্যি বল্ বাবা, আমার কাছে লুকুস্ নি।

নন্দ। (চিন্তা করিয়া) পড়ে' গেলাম ত পায়ে কাপড় বেধে। কিন্তু খুব বেঁচে গিয়েছি, কোথাও লাগে নি।

পিসী। এই রঘু যে ব'লছিল বাবুর মাথাটায়—

নন্দ। হ্যাঁ, সবাই বলছিল বটে এই মাথাটার কথা। হ্যাঁ, কাল সকালে ডাক্তার তফাদারের ওখানে যাচ্ছি। লাগেনি কিছু, তবে সবাই ব'লছে যখন, একবার দেখিয়ে আসি।

পিসী। হ্যাঁ বাবা, ভাল করে' চিকিৎসা করাও।—বাছার আমার মনে সুখ নেই। বৌমার কাল হওয়ার পর থেকে একদিনও বাছার মুখে হাসিটী দেখিনি। (চক্ষু মার্জ্জনা) বাবা বিয়ে কর্। এই খালি সংসারে কি মন টেঁকে। গুপী উকিলের এক শালী আছে বেশ বড়সড় মেয়ে। আবার পাশ টাসও কি করেছে। তুই মত কর্, আমি সব যোগাড় করে দেব। আবার সোনার সংসার হবে।

নন্দ। কেন পিসীমা, আবার ও সব কথা কেন? বেশ ত' আছি, আবার ও সব ঝঞ্ঝাটে দরকার কি?

পিসী। আমি আর ক'দিন আছি বাবা! আমি যাবার

আগে তোকে সংসারী দেখে' গেলে সুখে ম'রতে পারব।

নন্দ। আচ্ছা দেখি ভেবে।

পিসা। বাছার আমার মুখটি শুকিয়ে গিয়েছে, চল্ মুখে দুটো দিবি।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—পথ কাল—রাত্রি

গুপী। আজ, মনে করে দেখ, আর রক্ষে নেই। ফিরতে যেমন দেরী হ'ল, আজ পিঠে সম্মার্জ্জনী না প'ড়লে বাঁচি।—সেই কোর্টে বেরিয়েছি। নিষ্কর্ম্মা বন্ধুটা নিয়ে গেল ধরে' তার বাড়ী। তারপর, নন্দবাবুর আড্ডায় চা পাঁপরভাজা। তারপর মনে করে' দেখ, নন্দবাবুর ঐ বিপদ, ফিরি কি করে'?—বড় মক্কেল, মনে করে' দেখ,—মক্কেলই আমাদের আক্কেল। —(চিন্তা) assaultটা ফ'সকে গেল—grievous hurt, অন্ততপক্ষে trespassটাও হ'ল না! এই সারলে রে, এক বেটা ভিখারী এই দিকে আসছে।

(প্রস্থান)

(ভিখারী বালকের প্রবেশ ও গীত)

ওগো একটী পয়সা দাওনা,
ঘুরি ফিরি পথে পথে
খেতে কিছু পাই না।

তোমরা চড় মোটর গাড়ী
আমরা যে তার তলায় পড়ি,
তরাসে পালিয়ে বেড়াই
(তবু) প্রাণ ত' মোদের বাঁচে না।
আমরা বেড়াই মাঠে ঘাটে
সুখে ঘুমাও তোমরা খাটে,
বাগান বাড়ী বাবুগিরি
ন'লে তোমাদের চলে না।

(প্রস্থান)

(গুপীর প্রবেশ ও পশ্চাতে ভিখারীর প্রবেশ)

গুপী। মনে ক'রে দেখ—

ভিখারী। বাবা, একটি পয়সা দাও না!

গুপী। বেটা ভিক্ষা করা, মনে করে' দেখ, বে-আইনী, তা জানিস? মনে করে' দেখ, পুলিশ, মনে করে দেখ, পুলিশ—পুলিশ—

ভিখারী। ওগো, একটী পয়সা দাও না।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—ডাক্তার তফাদারের রোগী দেখিবার ঘর। কাল—প্রভাত

[একজন স্থূলকায় মাড়য়ারী দাঁড়াইয়াছিল। ডাক্তার পেটের উপর ষ্টেথস্কোপ দিয়া পরে ফিতা দিয়া তাহার পেট মাপিলেন।]

ডাঃ। (খুসী হইয়া) ব্যস্ সওয়া ইঞ্চি বড় গিয়া। আউর থোরা ঘীউ rub করনেসে ঠিক হো যায়ে গা।

মাড়য়ারী। ঘীউকা হম কারবারী হ্যায়। মৈ হরবখৎ পেটমে ঘীউ ডালেঙ্গে।

ডাঃ। যো ঘীউ আপলোক বজারমে বেচতে থেঁ, উস্‌মে হোগা নেই। Pure ঘীউ হোনা চাহিয়ে।

মাড়য়ারী। হাঁ হাঁ, উয়া ভি মেরা পাশ হ্যায়। মেরে মুল্লুকসে যো ঘীউ আতা উহ বিলকুল অস্‌লি, লেকিন বজারমে ছোড়নে কা সময়—(মাথা চুলকাইল)

ডাঃ। ব্যস! হাম সমজ গিয়া। আউর দেখিয়ে chemical examinationকা ওয়াস্তে থোরা ঘাস্তি করকে ভেজ দেনা।

মাঃ। বহুত খুব।

(শ্লেট হস্তে চাপরাশির প্রবেশ)

ডাঃ। (শ্লেট পড়িয়া) বড়া আদমি ?

চা। জি হুজুর।

(ডাক্তার জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিলেন)

ডাঃ। আপকা। (হাত বাড়াইলেন)

মাঃ। আপকা কেৎনা ভিজিট ?

ডাঃ। মালুম হ্যায় নেই ? সাইন বোর্ড মে দেখিয়ে।

(মাড়য়ারী সাইন বোর্ড দেখিয়া বিস্ময় ও হতাশের ভঙ্গী করিয়া ভিজিট দিয়া প্রস্থান করিল)

(নন্দের প্রবেশ)

নন্দ। গুড মর্ণিং সার।

ডাঃ। Good morning ! Well, what can I do for you ?

নন্দ। আজ্ঞে সার, বড় বিপদে পড়ে' আপনার কাছে এসেছি। কাল বিকেলে হঠাৎ ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে—

ডাঃ। (সহসা উঠিয়া) Dislocation ? Compound fracture ?—হাড় ভেঙ্গেছে ?

নন্দ। তা কি জানি !

ডাঃ। গায়ে কি ব্যথা আছে ?

নন্দ। (হাত পা নাড়িয়া) না।

ডাঃ। পেটের কোন অসুখ আছে ?

নন্দ। (পেট টিপিয়া) না, দাস্ত বেশ পরিষ্কার হয়েছে।

ডাঃ। সর্দ্দি আছে ?

নন্দ। (নাক ঝাড়িয়া) এখন নেই, তবে মাসখানেক আগে—

ডাঃ। আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে। আর কি রকম কি বোধ করেন সব খুলে বলুন ত ?

নন্দ। কাল থেকে ক্ষুধাটা একটু কমেছে। আর রাত্রে যে স্বপ্ন দেখেছি সার, সে আর আপনাকে কি ব'লব। সে মনে ক'রলে (সভয়ে) এখনও আমার ভয় হয়।

ডাঃ। (হাসিয়া) That's all right—আচ্ছা আপনাকে একবার examine করি। বসুন এই চেয়ারে। (নন্দের উপবেশন) জিভ দেখি ? (নন্দ জিহ্বা বাহির করিল)

(ডাক্তার প্রথমে magnifying glass ও torch light দ্বারা পরে পিছাইয়া গিয়া opera glass দ্বারা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং টেবিলের উপর কাগজে মাঝে মাঝে লিখিতে লাগিলেন)

ডাঃ। এখন আপনি জিভ টেনে নিতে পারেন। এইবার আপনার পাল্‌স্‌টা দেখব! (নন্দ হাত বাড়াইল)

ডাঃ। (হাসিয়া) দাঁড়ান।

(দুই হাতে মোটরের দুইটি 'স্পারকিং প্লাগ' উঁচু করিয়া ধরিতে দিয়া মধ্যস্থ 'মিটারটি' দেখিতে লাগিলেন)

ডাঃ। 15-20-30-45-55-60 এইবার হয়েছে।
('প্লাগ' টেবিলে রাখিয়া লিখিতে লাগিলেন)
এইবার আপনি হাত নামিয়ে নিতে পারেন।—
আচ্ছা দেখুন, আপনি সোজা তাকান, look straight—

(প্রথমে বুক ও পেটের উপর হাত রাখিয়া আঙ্গুল দিয়া টোকা দিলেন (percussion) ও পরে কিল মারিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও পরীক্ষা ঠিক হইল না দেখিয়া বুক ও পেটের উপর একটী গোল কাঠ বসাইয়া একটি হাতুড়ীর দ্বারা তাহার উপর ঘা দিতে লাগিলেন।)

নন্দ। বাবা! বাবা!

ডাঃ। অস্থির হবেন না। এসব আমাদের latest science। (পেটে ষ্টেথস্কোপ লাগাইয়া) এইবার একটু হাসুন দেখি!

নন্দ। হাসি না এলে হাসব কি করে সার?

ডাঃ। আচ্ছা আপনার কাতুকুতু লাগে? Are you ticklish?

(তথাকরণ)

নন্দ। হা হা হা, দোহাই সার, কাতুকুতু দেবেন না।

ডাঃ। That's all right। রোজ এক ঘণ্টা হাসতে পারলে আপনার কোন অসুখই হবে না। (কপালের উপর ষ্টেথস্কোপ দিয়া) এইবার চোখ বুজুন। কি ভাবছেন?

নন্দ। কাল রাত্রের সেই স্বপ্নের কথা।

ডাঃ। Hang your dream—ও সব ভুলে যান। আপনি ভাবুন যে আপনি অগাধ জলে ডুবে যাচ্ছেন।

নন্দ। (চক্ষু বুজিয়া) সর্ব্বনাশ!

ডাঃ। আপনার চোখ কান নাক দিয়ে জল ঢুকছে।

নন্দ। (চোখ খুলিয়া) কৈ না!

ডাঃ। Hopeless! আপনি তাই ভাবুন and develop concentration of mind.

নন্দ। যে আজ্ঞে (চোখ বুজিল)

ডাঃ। ধরুন (নন্দ দুই হস্তে ষ্টেথস্কোপ মাথার উপর

ধরিয়া রহিল। ডাক্তার নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া ঘড়ি দেখিয়া সময় গুণিতে লাগিলেন।)

ডাঃ। All right (ষ্টেথস্কোপ খুলিয়া রাখিলেন)

নন্দ। অবস্থাটা কি রকম বুঝছেন?

ডাঃ। Very bad—very serious, but not hopeless!—

নন্দ। অ্যাঁ,—বাঁচব'ত?

ডাঃ। আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রব—Shall do our best.

নন্দ। আমার কি হ'য়েছে? অসুখটা কি?

ডাঃ। আরো দিন কতক watch না করলে ঠিক বল্‌তে পারবনা। তবে সন্দেহ ক'রছি Cerebral tumour with strangulated ganglia—trephine করে' মাথার খুলি ফুটো করে' অস্ত্র ক'রতে হবে, ঘাড় চিরে nerve এর জট ছাড়াতে হবে। Short circuit হয়ে গেছে কিনা, operation না করলে বোঝা যাবে না। জানেন ত, latest theory!

নন্দ। (মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল) মরে যাব না ত সার?

ডাঃ। (উঠাইয়া) দমে যাবেন না, তাতে collapseএর chance আছে। Heartএ এর cumulative action বড় খারাপ, তা হ'লে আর আপনাকে সারাতে পারব না। Come to me again after seven days ;—my friend Major Gossain, a specialist in surgery, তাঁর সঙ্গে একটা consultationএর ব্যবস্থা করা যাবে। আর দেখুন, আমি prescriptionএর তলায় সব লিখে দিয়েছি। হেদোর ধারে Dr. Cowdri's Mythological Laboratory থেকে আপনার blood, stool, urine আর sputum পরীক্ষা করাতে হবে। এ ছাড়া আপনার চোখের জলের আর গায়ের ময়লার molyculo-chemical analysis করাতে হবে। সব লেখা আছে। Yes, your diet—egg-flip, bone-marrow, chicken stew—এই সব খাবেন। বরফ জল, ice cream খুব খেতে পারেন। আর দেখুন, দরকার হ'লে আমার এই 2250 C. C. indigenous injection syringe—(প্রকাণ্ড একটী কাঁচের নল বাহির করিলেন)

নন্দ। ও বাবা!

ডাঃ। (হাসিলেন) Injectionএ ভয় পাবেন না, এসব আমাদের latest theory, কিছুদিন পরে আপনাদের আর বোধ হয় কোন ওষুধ খেতেই হবে না।

নন্দ। সেত' বুঝতে পারছি—।

ডাঃ। Your prescription (মাপে প্রায় নন্দের সমান একখানি প্রকাণ্ড prescription দিলেন)—

নন্দ। এটা যে একটা কোষ্ঠীপত্র স্যার!

ডাঃ। আপনার রোগের কোষ্ঠী।—164 rupees (ডাক্তার হাত বাড়াইলে নন্দ টাকা দিল)— Thank you.

(নন্দের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—গুপী বাবুর বাড়ী কাল—প্রভাত উত্তীর্ণ

[মিসেস বোস গান গাহিতেছিলেন]

সারা দুপুরটি বসে বসে আমি সাধের লেস্‌টী বুনেছি
লাগাব বলিয়ে জ্যাকেটে আমার, এমন লেস্‌টী বুনেছি।
সারা দুপুরটী করি নাই কিছু, করি নাই বসে কিছু আর
শুধু ক্রুশ সূতা লয়ে, কত ক্লেশ সয়ে লেস্‌টী আমার বুনেছি।
যখন বকিতেছিল সে আলিপুর কোর্টে, বেচারি আমার স্বামী গো
যখন ঝরিতেছিল সে শ্রীমুখ হইতে Jurisএর যত বাণী গো,
তখন যত সার্সি দোর, এঁটেছিনু মোর, গরম হাওয়া রোধিতে
খুলেছিনু ফ্যান্, প্রাণ আন চান, (তবু) সাধের লেস্‌টী বুনেছি।
লেস্‌টী আমার বোনা নয় শুধু সারি সারি সূতা সাজায়ে
আছে ধারে ধারে তা'র ফুলের বাহার সকল লেস্‌টী জড়ায়ে,
সবার মাঝারে আছে তায় বোনা আধ-ফোটা কুঁড়ি গোলাপের
কে দেখিবে আর লেস্‌টী আমার, আমারই কারণে বুনেছি।

(গান শেষ হইলে ইক্‌-মিক্‌-কুকার হস্তে এবং পরিধানে পেন্‌টুলুন গেঞ্জি ও স্কন্ধে গাউন লইয়া গুপীর প্রবেশ)

গুপী। তুমি ত গানই গাচ্ছ। এদিকে মনে করে' দেখ,

স্পিরিট ফুরিয়ে গিয়ে সব আধ-সিদ্ধ হ'য়ে আছে। এদিকে কোর্টে যাবার সময় হয়ে এল।

(কুকার খুলিল)

মিসেস। আঃ, আমি ও-সব বুঝি না। আজ ক'দিন থেকে ব'লছি ওসব স্পিরিটের কাজ নয়। চারকোল জ্বালাও, কোন হাঙ্গামা থাকবে না। আমাকে ও-সব নিয়ে বিরক্ত ক'রো না। হ্যাঁ, ভাল কথা, লেসের যে প্যাটার্ণটা দিয়েছি, কোর্টের ফেরতা সেটা নিয়ে এস। (প্রস্থান করিতে করিতে) —যেন ভুল না হয়।

(প্রস্থান)

গুপী। এমন বিপদেও মনে করে' দেখ, মানুষ পড়ে। ওঁর হুকুম আর ফরমাস শুন্‌তে শুন্‌তে জীবনটা কাট্‌ল। কোর্টে যা' পাব তা আগে মনে করে' দেখ, ওঁর হাতে তুলে দিতে হবে। নইলে কথাই ক'বেন না। আর তুবেলা, মনে করে' দেখ, এই ইক্‌-মিক্‌ই ভরসা।

নেপথ্যে নন্দ। গুপী বাবু বাড়ী আছেন?

গুপী। কে নন্দ বাবু নাকি? (তাড়াতাড়ি কুকার লুকাইয়া) এস এস, মনে করে দেখ, ভায়া এস।

আজ বড় সৌভাগ্য আমার যে মনে করে' দেখ, ভায়া সশরীরে দীনের কুটীরে এসে হাজির। তার পর কি খবর? ডাক্তার তফাদারের ওখানে গিয়েছিলে? কি বল্‌লে?

নন্দ। এই ত তাঁর কাছ থেকেই আসছি, তিনি যা বললেন, তা'তে আর ত' আমি বাঁচব না।

(কাঁদিয়া ফেলিল)

গুপী। আরে থাম থাম। ও-সব বুজরুকদের কথায় ভয় পেয়ো না। কি, বল্‌লে কি?

নন্দ। বল্‌লেন যে আমার মাথা ফুটো করে' অস্ত্র করতে হবে, মাথা ফুটো কর্‌লে ত আমি বাঁচব না দাদা—

(ক্রন্দন)

গুপী। আহা কাঁদ কেন? এলোপ্যাথি ছাড়া কি আর চিকিৎসা নেই? কাটাকুটির মধ্যে যদি নাই যেতে চাও, তবে আমাদের বন্ধু বলছিল মনে করে' দেখ, নেপাল বাবু হোমিওপ্যাথকে দেখাও। শুনছি অসাধারণ চিকিৎসক—one dose cure—মনে করে দেখ, তোমার মাথার ভেতর মনে করে দেখ, যদি ওলট-পালট হয়ে গিয়েই থাকে তবে হাতুড়ে বদ্দির কাজ নয়, ভাল ভাল ডাক্তার দেখাও।

নন্দ। এবার নেপালবাবু ডাক্তারকেই দেখাব মনে করেছি।

গুপী। তা বেশ ওঁকেই দেখাও। আর যদি কোবরেজকে দেখাতে চাও তবে মনে করে' দেখ, তারিণী কোবরেজকে দেখাতে পার। অত ভাল আর অত বুড়ো কোবরেজ আর এদেশে নাই। বিক্রমপুরে মনে করে দেখ, আদি নিবাস, সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য। তুমি বুঝি—মনে করে' দেখ, ওঁর সংস্কৃত বক্তৃতা শোন নি?

নন্দ। আগে নেপাল বাবুকে দেখাই, তারপর দরকার হ'লে কোবরেজ মশায়কে দেখাব,—আমি বাঁচব ত?

গুপী। মনে করে দেখ বল কি তুমি বাঁচবে না? নিশ্চয়ই বাঁচবে। আমরা থাকতে মনে ক'রে দেখ, তোমাকে মরতে দেব কেন?

নন্দ। তুমি উকীল মানুষ যা হয় একটা বিধান কর ভাই। তা হ'লে আজ আসি, দেখি বরাতে কি আছে।

গুপী। আমরা মরা মানুষ জীয়ন্ত করি, আর তুমি ত' জীয়ন্ত মানুষ, মনে করে' দেখ, তোমায় বাঁচিয়ে রাখতে পারব না? কোন ভয় নাই।

(নন্দবাবুর চিন্তিতভাবে প্রস্থান)

(মিসেস বোসের প্রবেশ)

মিসেস। হ্যাঁগা, আজ আর কোর্টে যেতে হবে না? আমার লেস্ না আনলে টের পাবে কিন্তু। হ্যাঁগা, নন্দবাবু এসেছিলেন না?

গুপী। হ্যাঁ, কেন?

মিসেস। কেন আবার জানেন না বুঝি! ন্যাকামির আর জায়গা পেলে না। (গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া) সত্যি বল্‌ছি শাস্তার একটা ব্যবস্থা কর। নন্দ বাবুর সঙ্গে একদিন দেখা করিয়ে দাও, তা' হ'লেই সব মিটে যাবে। তুমি যদি এটা করবে বল তবে এখনই এক বোতল স্পিরিট ঝিকে দিয়ে আনিয়ে দিই।

গুপী। আবার ঘুষ, bribery মনে করে দেখ, 161 I. P. C. তা' জান? আচ্ছা দেখছি চেষ্টা করে।

মিসেস। এস তবে।

গুপী। (মিসেস বোসের রিষ্টওয়াচ দেখিয়া) এখনও আধ ঘণ্টা সময় আছে।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—নেপাল বাবু হোমিওপ্যাথের বাটী কাল—প্রভাত

[রাশিকৃত পুস্তক-বেষ্টিত ডাক্তার গড়গড়া টানিতেছিলেন ও পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। দূরে ডাঃ হানিম্যানের একখানি ছবি। নন্দ ধীরে ধীরে সঙ্কোচের সহিত প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিল।]

নেপাল। (কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া) বসবার জায়গা আছে।

(নন্দ বসিল)

নেপাল। শ্বাস উঠেছে ?

নন্দ। আজ্ঞে ?

নেপাল। রোগীর শেষ অবস্থা না হলে ত আমায় ডাকা হয় না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

নন্দ। আজ্ঞে আমিই রোগী।

নেপাল। সেটা আগে বলতে হয়। তা' ডাকাত ব্যাটারা ছেড়ে দিলে যে বড় ? তোমার হয়েছে কি ?

নন্দ। সে দিন ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে—

নেপাল। বেশী কথা বল কেন ? প্রথমে কাকে দেখিয়েছিলে ?

নন্দ। ডাক্তার তফাদারকে।

নেপাল। (উত্তেজিত হইয়া) মরণ হয়নি তোমার,—তফাদার কি বলেছে ?

নন্দ। বল্লেন আমার মাথার ভেতর টিউমার না কি হয়েছে।

নেপাল। তফাদারের মাথায় কি আছে জান ? গোবর—গোবর,—আর টুপীর ভেতর শিঙ, জুতোর ভেতর খুর, পাৎলুনের ভেতর ল্যাজ।—খিদে হয় ?

নন্দ। দু'দিন থেকে একেবারে হয় না।

নেপাল। ঘুম হয় ?

নন্দ। না।

নেপাল। মাথা ধরে ?

নন্দ। কাল সন্ধ্যে বেলায় ধরেছিল।

নেপাল। বাঁ দিক ?

নন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নেপাল। না ডান দিক ?

নন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নেপাল। (ধমক দিয়া) ঠিক করে বল।

নন্দ। (হাত দিয়া দেখাইয়া) আজ্ঞে ঠিক মাঝখানে।

নেপাল। পেট কামড়ায় ?

নন্দ। সেদিন কামড়েছিল। নিধে কাবলী মটর ভাজা এনেছিল, তাই খেয়ে—

নেপাল। আবার বেশী কথা বলে! পেট কামড়ায় না মোচড় দেয় তাই বল।

নন্দ। (ভাবিয়া) তাইত কি বলি—হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় করে।

নেপাল। আচ্ছা দাঁড়াও, Lilienthal খানা দেখি! (নন্দ দাঁড়াইল) বস—Schusslerএর theory ভাল। (দুইখানি পুস্তক দেখিয়া) আচ্ছা, ঘুমালে তোমার কাণ নড়ে ?

নন্দ। আজ্ঞে তা ত কোন দিন লক্ষ্য করিনি।

নেপাল। (আর একখানি বই দেখিয়া) Knerrএর dealing of the subject সুন্দর। আচ্ছা কাছে এস (মাথার চুল টানিয়া) লাগছে ?

(একটী চুল ছিঁড়িয়া লইলেন)

নন্দ। উ হু হু মাথা গেল যে ম'শায়—

নেপাল। চেঁচিও না বলছি। আমি ত মাত্র চুলের tension কি রকম তাই test করছি (আবার

পুস্তক পাঠ) Nash আর Kentএর কি exhaustive ব্যাখ্যা—আহা ! কি সুন্দর ! charming ! wonderful !

(বিভোর হইয়া রহিলেন)

নন্দ। আমার ওষুধ—

নেপাল। আবার বেশী কথা বলে ! হ্যাঁ, ঐ দেখ মহাত্মা হানিম্যানের ছবি টাঙ্গান রয়েছে। যাও ভক্তিভরে প্রণাম করে এস।

(নন্দের ধীরে ধীরে তথাকরণ ও নেপালের পুস্তক পাঠ)

নন্দ। (কিছুক্ষণ ঔষধের জন্য দাঁড়াইয়া) ওষুধটা কখন পাব ?

নেপাল। তুমি বড় বেশী বক ছোকরা। এটা দেখছি তোমার একটা main symptom (পুনরায় পুস্তক পাঠ)—হ্যাঁ হয়েছে। দেখ এখন একটা ওষুধ দিচ্ছি নিয়ে যাও। (বাক্স হইতে ঔষধ দিলেন) আগে শরীর থেকে এলোপ্যাথিক বিষ তাড়াতে হবে। আমার পাঁচ বছর বয়সে খুনে ব্যাটারা আমাকে দু' গ্রেণ কুইনাইন দিয়েছিল। এখনো সে

জন্যে বিকেলে আমার মাথা টিপ্ টিপ্ করে। সাত দিন পরে ফের এস, তখন আসল চিকিৎসা সুরু হবে।

নন্দ। ব্যারাম কি আন্দাজ করছেন ?

নেপাল। (রাগিয়া) তা জেনে তোমার চারটে হাত বেরুবে ? যদি বলি তোমার পেটে differential calculus হয়েছে—কিছু বুঝবে ? ডেঁপো ছোকরা !—দেখ, ভাত খাবে না, দু'বেলা রুটী ; মাছ, মাংস বারণ, শুধু মুগের ডালের যুস ;—স্নান বন্ধ, গরম জল একটু খেতে পার। পান তামাক খাবে না। তামাকের ধোঁয়া লাগলে ওষুধের গুণ নষ্ট হয়ে যায়।

নন্দ। আপনার—

নেপাল। ভাবছ আমার আলমারী শুদ্ধ ওষুধ নষ্ট হয়ে গেছে। সে ভয় নেই। আমার তামাকে সালফার থার্টি মেশান থাকে।—হাঁ করে তাকিয়ে আছ কি ? ফি কত বলে দিতে হবে ? দেখছ না দেওয়ালে নোটিশ লটকান রয়েছে। বত্রিশ টাকা ফি, আর ওষুধের দাম চার আনা।

নন্দ। (টাকা দিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতে করিতে)

বাবা ! পয়সা দিয়ে ঝকমারী ! মাথার অসুখ না পেটের ব্যারাম। সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে। আমার কি হল ! (কপালে করাঘাত)

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—নন্দর বাটীর বৈঠকখানার বারান্দা কাল—প্রভাত

। আলগিন হইতে চাদর লইয়া গায়ে দিয়া নন্দ বাহির হইতেছিল ।

(নিধুর প্রবেশ)

নিধু। ও নন্দা, কি বাওয়া সেজে গুজে বেরুচ্ছ নাকি? ব্যাপার কি? মুখখানি ভারী ভার ভার।

নন্দ। সবই ত জান ভাই। শরীরটা আমার ত' কিছুতেই সার্‌ল না।

নিধু। গ্যাঁটের পয়সা ত বাওয়া জলের মত খরচ করছ। সেই ন্যাপাল ডাক্তার বল্‌লে কি?

নন্দ। আর কি বল্‌লে!

নিধু। বুঝেছি বাওয়া, নন্দাকে ভাল মানুষ পেয়ে জেরায় বুঝি থ' করে দিয়েছে। পড়ত আমার পাল্লায় বাছাধন, তা হলে কত বড় হোমিওফাঁক একবার দেখিয়ে দিতাম। এক চুমুকে তার আলমারী শুদ্ধ ওষুধ যদি না সাবড়ে দিতে পারি তা হ'লে আমার

নাম কেটে দিও বাওয়া। তারপর এখন বেরুচ্ছ কোথায় ?

নন্দ। যাব আর কোথা ভাই। একবার তারিণী কোবরেজের কাছে যাচ্ছি। দেখি তিনি যদি কিছু করতে পারেন।

নিধু। বাওয়া সেই বোখরেজের কাছে। নন্দা আমার কথা শোন, অমন কম্ম করো না।

নন্দ। কেন ভাই, এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি সব রকম ত দেখান হল ; তা' একবার কোবরেজ দেখাতে দোষ কি ?

নিধু। তোমার পয়হা তুমি ট্যাঁকে রাখলে রাখতে পার, আর ইচ্ছা করলে বাওয়া ফেলেও দিতে পার। বলি কোবরেজ কি আর দেশে আছে, সেদিন চলে গিয়েছে। বল্লাম ত বাওয়া এসব (স্বরভঙ্গী করিয়া) বোখরেজ—বোখরেজ।

নন্দ। তবে কি করব ভাই ?

নিধু। আমার কথা যদি শোন ত' বলি। কাল অফিসে শুনছিলাম এই লোয়ার চিৎপুর রোডে ফরাক্কাবাদ হ'তে একজন সাচ্চা য়ুনানী হকিম এসেছে। এর মধ্যেই খুব নাম ডাক। কত রাজা মহা-

রাজারা সব চিকিৎসা করাচ্ছে। তাঁকে একবার দেখাও না নন্‌দা। পয়হার মায়া ত বাওয়া ত্যাগ করেছ।

নন্দ। দেখি, আগে একবার তারিণী কোবরেজকে দেখিয়ে আসি। তিনি যদি কিছু না করতে পারেন তারপর না হয় হকিম সাহেবকে দেখান যাবে। আমার বরাৎ বড় মন্দ ভাই। (ভাঙ্গিয়া পড়িল)

নিধু। বেগরাও কেন বাওয়া, যাও না যে কাজে

নন্দ। কেউ বলে মাথা অস্ত্র করবে, আবার কেউ বলে পেটের অসুখ।

নিধু। এ আর নতুন কথা কি—নানা মুনির নানা মত। যকের টাকা ওমনি করেই যায় বাওয়া।

নন্দ। দেখি যখন জলে নেমেছি তখন বরাতে যাই থাক, চিকিৎসার শেষ একটা দেখবই।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কবিরাজের বাটী কাল—দ্বিপ্রহর

[কবিরাজ মহাশয় তৈলাক্ত দেহে একখানি চেয়ারে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। সম্মুখে তক্তপোষ ; তাহার উপর তেলচিটে পাটি ও কয়েকটা ময়লা বালিশ। দূরে র‍্যাকের উপর কয়েকটি ঔষধের শিশি ; তাহার মধ্যে কয়েকটির নাম পড়া যায়, যথা—'বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ', 'গবাক্ষাব বটিকা', 'শূকরী ঘৃত' ইত্যাদি]

কবিরাজ। অঃ ক্যাবলা ! মহিষাসুর ত্যালের কড়াইটা লামায়ে রাখ্।

(নন্দের প্রবেশ ও নমস্কার)

কবিরাজ। বাবুর কই থ্যেইকা আসা হচ্ছে ?

নন্দ। আজ্ঞে আমার নাম শ্রীনন্দদুলাল মিত্র, জোড়াসাঁকো থেকে আস্ছি।

কবি। রুগীর ব্যায়রামটা কি ?

নন্দ। আজ্ঞে আমিই রুগী।

কবি। কেমন ধারা ?

নন্দ। গত বিষ্যুৎবারে ট্রাম থেকে নাম্‌তে গিয়ে পড়ে যাই। বিশেষ কিছু লাগে নি। তবে সবাই বল্লে মাথাটা—

তাই ডাক্তার তফাদারকে দেখালাম। তিনি বল্লেন অস্ত্র করতে হবে।

কবি। কি কইলা, মাথার খুলি ভাইঙ্গ্যা দিছে নাকি?

নন্দ। আজ্ঞে না, নেপাল বাবু বল্লেন 'পাথুরী' তাই আর মাথায় অস্ত্র করাইনি।

কবি। নেপাল?—নেপাল—সেইটা আবার কে?

নন্দ। জানেন না, চোরবাগানের ডাক্তার নেপাল চন্দ্র রায় M. D., F. T. S., C. P. C. etc. মস্ত হোমিওপ্যাথ।

কবি। অ—ন্যাপ্‌লা? তাই কও। সেইটা আবার ডাক্তার অইল কবে? বলি, পাড়ায় এমন বিচক্ষণ কোবরেজ থাকতে পোলাপানের কাছে যাও ক্যান?

নন্দ। আজ্ঞে বন্ধু-বান্ধবেরা বল্লে ডাক্তারের মতটা আগে নেওয়া দরকার, যদি অস্ত্র চিকিৎসা করতে হয়।

কবি। যষ্ঠি বাবুরে চেন? খুল্‌ন্যার উকিল যষ্ঠি বাবু?

নন্দ। আজ্ঞে না।

কবি। তাঁর মামার অইছিল উরুস্তম্ভ। সিবিল সার্জ্জন পা কাট্‌ল। তিনদিন অচৈতন্নি। জ্ঞান অইলে পর কইলেন, 'আমার ঠ্যাং কই'? ডাক্ তারিণী

স্থানেরে। দেলাম ঠুইক্যা এক দলা "চর্ব্বণ প্রকাশ" আর কিছু "বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ"। তারপর কি অইল কও দিকি ?

নন্দ। আবার পা গজিয়েছে বুঝি ?

কবি। (নেপথ্যে চাহিয়া) অরে ! অ ক্যাবলা ! দেখ্ দেখ্ কুকুরে সবটা 'বিড়ালাদ্য ঘৃত' খাইয়া গেল (বলিতে বলিতে প্রস্থান ও হুকা হস্তে পুনঃ প্রবেশ)

কবি। দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নৈর্ব্যাধের্জ্ঞানং ত্রিধা মতম্
দর্শামূত্রজিহ্বাদেঃ স্পর্শনান্নাড়িকাদিভিঃ,
প্রশ্নৈর্দূতাদিবচনাদিতি ত্রেধা সমুচ্যতে।
অর্থাৎ দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন, এই তিন উপায়ে ব্যাধি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। অর্থাৎ মূত্র জিহ্বাদির দর্শন, নাড়ী ও ত্বগাদির স্পর্শন এবং রোগীকে ও দূতাদিকে রোগের বিষয় জিজ্ঞাসা, এই তিন প্রকার রোগ পরিজ্ঞানের উপায়। বুঝলা ? ছ্যাও নাড়ীটা একবার দেহি (প্রথমে ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়ী দেখিলেন) হ,—যা ভাবছিলাম তাই। ভারি ব্যামো অইছিল কখনো ?

নন্দ। অনেকদিন আগে 'টাইফয়েড' হয়েছিল।

কবি। ঠিক ঠাওর করছি। পাঁচ বছর আগে?

নন্দ। প্রায় সাড়ে সাত বছর হল।

কবি। একই কথা, পাঁচ দেইরা সাড়ে সাত। প্রাতঃকালে বোমি হয়?

নন্দ। আজ্ঞে না।

কবি। হয়, জাস্তি পার না। নিদ্রা অয়?

নন্দ। ভাল হয় না।

কবি। অইবেই না ত', উর্দ্ধ্ব অইছে কি না। দাঁত কন্ কন্ করে?

নন্দ। আজ্ঞে না।

কবি। করে, জান্তি পার না। যা হোক তুমি ভয় কইর না বাবা, আরাম অইয়ে যাইবানে। আমি ওষুধ দিচ্ছি।

(কবিরাজ মহাশয় আলমারীর নিকট গিয়া একটী শিশি বাহির করিলেন)

কবি। (শিশির প্রতি) লাফাইস্নে, লাফাইস্নে, থাম্ থাম্। আমার সব জীয়ন্ত ওষুধ, ডাক্লে কথা কয়। এই বড়ি—আহা!—"গব্যজার বটিকা"

বুঝলা সকাল গইন্দা একটা কইরা খাইবা। (ঔষধ দান) আবার তিন দিন পরে আইবা। বুঝলা ?

নন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কবি। ছালি বুঝছ। অনুপান দিতে অইব না ? ট্যাবা লেমুর রস মধুর লগে মাইরা খাইবা। ভাত খাইও না। ওল সিদ্ধ, কচু সিদ্ধ, কচু পোড়া, কলা পোড়া এই সব খাইবা। লবন ছুঁইবা না। মাগুর মাছের ঝোল একটু চিনি দিয়া রাইন্দ্যা খাইতে পার। গরম জল ঠাণ্ডা কইরা খাইবা।

নন্দ। ব্যারামটা কি ?

কবি। আধ্মানং গমনেঽশক্তির্দৌর্ব্বল্যং দুর্ব্বলাগ্নিতা
শোথঃ সদনমঙ্গানং সঙ্গো বাতপুরীষয়োঃ
দাহস্তন্দ্রা চ সর্ব্বেষু জঠরেষু ভবন্তি হি।
অর্থাৎ যারে কয় উদরী ; উর্দ্ধ শ্লেষ্মাও কইতে পার।

(নন্দ দর্শনী দিল, কবিরাজ তাহা ট্যাকে গুঁজিলেন)

কবি। সাইরে যাইবানে বাবা, কোন চিন্তা কইর না।

(নন্দের প্রস্থান)

কবি। আহা এই বড়ি,—চরকে কি লেখাই ল্যাখছে। এই বড়ি খাইয়া মৃত্যু অইলেও স্বর্গলাভ। নরকের ভয় থাকে না।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—লোয়ার চিৎপুর রোড কাল—অপরাহ্ণ

[নন্দের প্রবেশ]

নন্দ। না আর পারি না। এই শেষ বার। আর চিকিৎসায় কাজ নাই। এই ত লোয়ার চিৎপুর রোড। ঠিকানা ভুল করিনি ত? (ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ)।

[মীর মুন্সীর প্রবেশ]

মুন্সী। আদাব বাবুসাব।

নন্দ। আদাব—দেখুন, হকিম সাহেবের বাড়ী কোন্‌টা বল্‌তে পারেন?

মুন্সী। কোউন হকিম সাব?

নন্দ। আজ্ঞে, এই ফরাক্কাবাদ থেকে যিনি এসেছেন।

মুন্সী। আরে ওহি বাৎ বোলেন। "হাজিক-উল-মুল্‌ক্ বিন্—লোক্—মান্—মুরুল্লা—গ জ ন্-ফ রু ল্লা—অল-হকিম-উনানী" হমার মনিব। হমি তাঁর মীর মুন্সী আছি।

নন্দ। তা ভালই হয়েছে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। আমি একবার হকিম সাহেবের চিকিৎসা করাতে চাই।

মুন্সী। বহুৎ আচ্ছা, কি বেমারী বোলেন, হমি হুজুরে এত্তেলা ভেজিয়ে দি।

নন্দ। আরে বেমারী কি সেটা জানতেই ত আসা বাপু।

মুন্সী। তবভি কুছ্ ত বোলেন। না-তাক্‌তি, বুখার, পিল্‌হি, চোক, ঘেঘ, বাওয়াসির, রাতঅন্ধি—

নন্দ। ও সব বুঝলুম না বাপু, আমার প্রাণটা ধড়ফড় করে।

মুন্সী। (সোল্লাসে) সো হি বোলেন—দিল তড়প্‌না। মোহর আনিয়েছেন ?

নন্দ। মোহর !

মুন্সী। হকিম সাহেব চাঁদি ছুঁতে নেই। নজরানা দো মোহর। অপকো পাস না রহে হমি দেবে। পঁয়তাল্লিশ রুপেয়া, অউর বাট্টা দো রুপেয়া, অউর রেশমী রুমাল দো রুপেয়া।

নন্দ। (চিন্তা করিয়া) বেশ চলুন। আপনার কাছেই মোহর নেব।

মুন্সী। দরবারে যাকে পহেলা হুজুরকে, "বন্দেগী জনাব"

বোলবেন। তব্ রুমালকা উপর দোন মোহর রাখকে হুজুরকা সামনে ধোরবেন। সমজ লিয়া ?

নন্দ। হকিম সাহেবের দরবার আবার কি বাপু ?

মুন্সী। আইয়ে, হমি সব বাতায়ে দেবে।

নন্দ। (দীর্ঘনিশ্বাস) চলুন—নিরুপায়।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—হকিম সাহেবের দরবার   কাল—সন্ধ্যা

[সম্মুখে ধূপদান, পাশে পিকদান, পানদান, আতরদান ইত্যাদি। হকিম সাহেব মছলন্দের উপর আসীন। দূরে একজন সেতার বাজাইতেছিল]

(হকিম ও মুন্সী কথা বলিতেছিল)

মুন্সী। (নেপথ্যে চাহিয়া) আইয়ে বাবুজি, হকিম সাহেবকা দরবারমে আইয়ে। (নন্দের প্রবেশ) আপনার সব কথা হুজুরে পেশ করিয়েছি। (সুর করিয়া হাঁকিল) বাবু নন্দলাল মিত্র, জমিন্‌দার, বেমারী 'দিল্ তড়প্‌না,'—নজর লিয়া হকিম সাহেব হুজুর বাহাদুর সে-লা-ম-ৎ।

(নন্দ সভয়ে অগ্রসর হইল)।

নন্দ। ব-ব-বন্দেগি জনাব (নজর দিল)।

হকিম। (গম্ভীর স্বরে) শির লাও।

নন্দ। ওরে বাবা (পিছাইয়া গেল)।

মুন্সী। ডর নেহি বাবুসাব, জনাবকে আপনার মাথা দেখ্‌লান্।

(মুন্সী নন্দকে নিকটে লইয়া গেল)

হকিম। (কিছুক্ষণ নন্দের মাথা টিপিয়া) হড্ডি পিল পিলায়ে গয়া।

মুন্সী। শুন্‌ছেন্? আপনার মাথার হাড় বিলকুল লরম হয়েছে!

নন্দ। (নিজের মাথা টিপিয়া) কৈ? বুঝতে ত পারছিনা।

হকিম। ঘবড়াও মৎ (নন্দ চমকাইল)

নন্দ। বাঁচব ত?

মুন্সী। হুজুর বোলেন।

নন্দ। হুজুর সাহেব, আমি বাঁচব ত?

হকিম। (গম্ভীর ভাবে) সুর্ম্মা সুরুখ্!

মুন্সী। (সুরমা লইয়া) চোখ দেখি? (চক্ষুতে দিল)

নন্দ। আঃ আমার চোখেত কিছু হয় নাই।

মুন্সী। আঁখ ঠাণ্ডা থাক্‌বে নিদ্ হোবে।

নন্দ। ও বাবা, কি লাগিয়ে দিলে! চোখে কিছু যে দেখতে পাচ্ছিনা সাহেব। চির দিনের জন্য নিদ্ হবে না ত বাবা? দোহাই হুজুর! জনাব! বন্দেগি! আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

হকিম। ফুঁক্ লাগাও (মুন্সী নন্দের চক্ষুতে ফুঁ দিল)।

নন্দ। বাবা! (চাহিল)।

হকিম। রোগন্ বব্বর।

মুন্সী। (নেপথ্যে চাহিয়া) এ জি হজামা, অস্তুরা লাও।

(ক্ষুর লইয়া নাপিতের প্রবেশ ও নন্দের মাথা কামাইতে উদ্যত)

নন্দ। হাঁ-হাঁ আরে তুমি কর কি? অস্ত্র করেগা? ওরে বাবা! আমার অসুখ নেহি ভাল হোক বাবা। (নাপিত ও মুন্সী জোর করিয়া ধরিল) মেরে ফেল্লে! খুন কর্‌লে!—হাম্‌কে রক্ষে কর বাবা! তোম্ লোকদের পায়ে পড়্‌তা বাবা! (মাথার চাঁদি চারকোণ করিয়া কামাইয়া দিল এবং মুন্সী ঔষধ ঢালিল)।

মুন্সী। ঘব্‌ড়ান কেন বাবু সাব? ইয়ে বব্বরী সিংহীকা ঘেউ আছে। বহুত কিম্মত। কুছ ডর নেই মাথার হাড্ডি শকৎ হোবে।

নন্দ। (মাথা হাত দিয়া শুঁকিয়া) ওয়াক্! দরকার নেই বাবা আমার হাড্ডি শক্ত হওয়া। ছেড়ে দাও বাবা! ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। (অগ্রসর হইল) ওয়াক্।

মুন্সী। বাবুসাব! হমারা দস্তুরী?

নাপিত। হমকো বকসিস্? এৎনা মেহনৎ কিয়া।

নন্দ। (রাগিয়া) এর ওপর আবার বকসিস্?

(দুই জনে রাস্তা অবরোধ করিল)

নন্দ। এই নাও বাবা! (দুইটি টাকা ফেলিয়া দিয়া বেগে প্রস্থান করিতে করিতে) কি দুর্গন্ধ! ওয়াক্।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—গুপী উকিলের বাটী　　　　　　কাল—প্রভাত

[মিসেস বোস গাহিতেছিলেন]

ভোরের বাতাস বলে গেল কানে কানে,
কিসের কথা, কি সে ব্যথা কে তা' জানে।
ভাঙ্গা বুকে কেঁদে কেঁদে,
ছেঁড়া তারে সুরটী বেঁধে,
সকল ভুবন ভরে দিল গানে গানে।
গভীর রাতে বন মাঝে,
(আবার) এসেছিল সেইত সাঁঝে,
তার মনোব্যথা বুঝিনারে অনুমানে।
বেদনাতে তার প্রাণ
গেয়েছিল সেই গান,
সে সজল আঁখি চেয়েছিল মোর মুখপানে।

মিসেস। না কিছু ভাল লাগে না। এতখানি বেলা হল, এখনও চা টা আন্‌লে না।

গুপী। (দুটী কাপ হস্তে) এই যে মনে করে দেখ দাসকে স্মরণ করতেই দাস হাজির—

মিসেস। আর ন্যাকাম করতে হবে না। (চা লইয়া) অশেষ ধন্যবাদ। (গুপীর দন্ত বিকাশ। উভয়ের চা পান)

মিসেস। নাঃ তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না! আবার চায়ে চিনি বেশী দিয়েছ।

গুপী। সাধে কি বলি, মনে করে দেখ তা'ত তুমি শুন্‌বে না। তোমার ওই মিষ্টি হাতে চা করলে চাই কি চিনি না দিলেও চলতে পারে।

মিসেস। খুব হয়েছে। আচ্ছা এবার থেকে তাই হবে। ও সব থাক। আচ্ছা তোমাদের নন্দবাবু সম্বন্ধে কি ঠিক করলে বল ত?

গুপী। কি করব মনে করে দেখ ভেবে পাই নি।

মিসেস। দেখ, এই যে নন্দবাবুর অসুখ অসুখ করে ডাক্তার বদ্দির শ্রাদ্ধ করছ, এ অসুখ কি ওরা সারাতে পারে? এ রোগ সারান ও গুঁপো বদ্দির কর্ম্ম নয়।

গুপী। তার মানে?

মিসেস। সেই কথাই ত আজ ক'দিন ধরে' তোমাকে বলছি, তা তুমি ত কাণই করছ না।

গুপী। বাস্তবিক, মনে করে দেখ করা যায় কি বলত?

বেচারা ত টাকা পয়সার মায়া ত্যাগ করেছে। মনে করে দেখ এমন কিপ্‌টে, এক পয়সার মা বাপ, জলের মত দু'হাতে নিজের চিকিৎসার জন্য খরচ করছে। দেখলে আমাদেরও কষ্ট হয়।

মিসেস। তা সে কষ্টের লাঘব তুমিই ত করতে পার; ওষুধ ত তোমার হাতে।

গুপী। কি রকম?

মিসেস। তোমরা বুঝবে কেমন করে? এ প্রেমের পীড়া। পানি পীড়ন না করলে এর শান্তি নেই। ডাক্তার বদ্দির কর্ম্ম নয়।

গুপী। হুঁ—কথাটা মনে করে দেখ ঠিক বলেছ বটে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে ত একটী প্রেমময়ী প্রেমিকা চাই। এ'ত মনে করে দেখ বিশ্বপ্রেমের কাজ নয়।

মিসেস। তাই ত বলছিলাম সেদিন, শান্তার সঙ্গে এক দিন নন্দবাবুর দেখা করিয়ে দাও।

গুপী। য়্যা! মনে করে দেখ বল কি! শান্তার সঙ্গে? কথাটা মনে করে দেখ এতদিন খুলে বলতে হয়। সে রাজী আছে?

মিসেস। জানত যে একজেদী মেয়ে! ছেলে বেলা থেকে ডাক্তারী পড়া সখ। তাই বলে কি চিরদিন

আইবুড়ো থাকবে ? যা হোক আমি তাকে রাজী করিয়েছি। চল তোমাকে সব খুলে বলছি।

(প্রস্থান)

(বঙ্কু ও নন্দের প্রবেশ)

নন্দ। গুপী বাবু কি বাড়ীতে নেই ?

বঙ্কু। মাইরী, অন্দর মহল পর্য্যন্ত না দেখলে ত ঠিক করে বলা যায় না। এই যে চায়ের পেয়ালা পড়ে রয়েছে। গুপীদা বাড়ী আছ ?—কিম্বা হয়ত রান্না ঘরে রান্নার কসরৎ হচ্ছে। গুপীদা ? ও গুপীদা ?—দেখছ দাদা, আঁচলের টান! আমি সাধে বলি বে-থা কর। দাঁড়াও মাইরী মক্কেলের গলায় ডাকি, চাঁদ সুড় সুড় করে বেরিয়ে আসবে। (ভিন্ন গলায়) উকিল বাবু বাসায় আছেন ?

গুপী। (নেপথ্য হইতে) কে ? কে ?

বঙ্কু। (সেই গলায়) জরুরী কাজ।

গুপী। (নেপথ্য হইতে) যাচ্ছি যাচ্ছি। (ব্যস্ততা সহকারে প্রবেশ) এ কি! এ যে মনে করে দেখ বঙ্কু আর নন্দবাবু। আমি ভাবলুম—

বঙ্কু। (হাসিয়া) মাইরী, নইলে কি দাদার দর্শন পাওয়া যেত?

গুপী। আমার স্ত্রী একটু বাইরে গেলেন। তাই তাঁকে গাড়ীতে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। তা মনে ক'রো না ভাই কিছু। আমি মনে করে দেখ, নন্দ বাবুর কাছেই যাচ্ছিলাম। তা দেখা হল ভালই হল, মনে করে দেখ এখানেই কাজটা সেরে রাখি।

নন্দ। আর দাদা আমার কাছে কাজ! আমার অসুখ ত কিছুতেই সারল না।

গুপী। সে সব ত মনে করে দেখ শুনেছি। অনেক ভেবে চিন্তে এবার যা' স্থির করেছি, এতে যে অসুখটা মনে করে দেখ একেবারে সারবে এটা আমি আদালতে হলপ করে বল্‌তে পারি।

বঙ্কু। হলপ করে! না মাইরী হাত গুণে?

গুপী। না, হাত গুণে নয়। আমার মনে করে দেখ একজন বিশেষ পরিচিত ডাক্তার মক্কেল আছে। সে এ সব caseএ ভারী expert—

নন্দ। (হাত জোড় করিয়া) দোহাই দাদা রক্ষা কর, আর ডাক্তারে কাজ নাই, খুব হয়েছে।

বঙ্কু। আমি বলি মাইরী ডাক্তার বদ্দির ত' শ্রাদ্ধ করলে।

নিমতলায় মাইরী হিমালয়ের কৈলাস পাহাড় থেকে একজন মস্ত বড় সাধু এসেছেন। শুনলাম নাকি তাঁর আশ্চর্য্য ক্ষমতা। গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে মাইরী অসুখ সারিয়ে দেন। তাঁকে একবার—

নন্দ। বাঁচালে ভাই। আমিও ভাবছিলাম যদি ভাল একজন সাধু পাই তবে—

গুপী। Humbug বঙ্কুটা তোমাকে মনে করে দেখ পাগল না করে ছাড়বে না দেখছি। একবার ওর কথায় নেপাল ডাক্তারকে দেখিয়ে মনে করে দেখ তোমাকে কি নাকালই না হ'তে হয়েছিল।

বঙ্কু। মাইরী আমারই যত দোষ। তোমার সেই লম্বা ন্যাজযুক্ত তফাদার ডাক্তারই বা দাদার কি হিত কর্‌লে? আমি এইমাত্র মাইরী শুনে এলাম অমন মহাপুরুষ সাধু মাইরী কখনও এদেশে আসেন নাই।

গুপী। আমার মনে করে দেখ, এবারকার যে ডাক্তার তাকে চোখে দেখলেই আমার নন্দ ভায়ার রোগ সেরে যাবে। গায়ে আর মনে করে দেখ, হাত বুলুতেও হবে না।

বন্ধু। তুমি যে হেঁয়ালি সুরু করলে। মাইরী এবার এলোপ্যাথ না হোমিওপ্যাথ ?

গুপী। (নন্দের বুক চাপড়াইয়া) মনে করে দেখ, তার নাম কি দেব একটু না ভেবে বলতে পারিনা। তবে মনে করে দেখ এঁকে "প্রেম-প্যাথ"ও বলতে পার। তার চেয়েও ভাল নাম এঁর "মনপ্যাথ"।

নন্দ। সে কি দাদা ?

গুপী। এখানে ভিজিটের বালাই নাই। ঘরের পয়সা ঘরেই থাকবে। তবে মনে করে দেখ যদি রোগ সারে তবে একটা মস্ত জিনিষ দিতে হবে।

বন্ধু। মাইরী বল কি—সেটা কি আকাশের চেয়ে মস্ত ?

গুপী। হ্যাঁ।

নন্দ। তোমার হেঁয়ালিত' দাদা বুঝতে পারলাম না।

গুপী। এখন মনে করে দেখ বেশী বুঝে কাজ নেই, পরে বুঝবে। এই আমি লিখে এনেছি। আজ বিকেলে মনে করে দেখ এই ঠিকানায় যেও। কোন দ্বিধা করো না। আমি মনে করে দেখ তোমার সমস্ত Symptoms এবং বর্ত্তমান অবস্থার কথা বলে রেখেছি। কোন চিন্তা নাই। এবার

তোমার রোগ সারবে, সারবে, সারবে। (নন্দের বুকের উপর চাপড় মারিল)

নন্দ। আমি দাদা নাচার। দাও। (কাগজ গ্রহণ) কিন্তু এই সাধুর কাছে আমাকে যেতেই হবে। জয় বাবা সাধু (উদ্দেশ্যে প্রণাম)

গুপী। বেশ ত' তোমার যদি মনে করে দেখ এই সাধুর ওপর এত ভক্তিই হয়ে থাকে, তবে ফেরবার পথে সাধু সন্দর্শন করেই বাড়ী যাওনা।

নন্দ। তাই হবে।

বঙ্কু। তোমার সঙ্গে যে আমারও মাইরী যেতে ইচ্ছা হ'চ্ছে।

গুপী। না না বঙ্কু তোমার সঙ্গে মনে করে দেখ আমার একটু পরামর্শ আছে। ভারী জরুরী। (নন্দের প্রতি) মনে করে দেখ ভুল না ভায়া, যেয়ো।

নন্দ। কিন্তু এই শেষবার।

(গুপী ও বঙ্কু একদিকে, নন্দ ভিন্ন দিকে প্রস্থান করিল)

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—নিমতলার ঘাটের একাংশ　　　　　কাল—প্রভাত উত্তীর্ণ

[সম্মুখে ধুনী জ্বলিতেছে। তৎপশ্চাতে ভস্মাচ্ছাদিত সাধু ও দুই জন চেলা। সাধুর জটার পুরোভাগে "ওঁ" লেখা ; পার্শ্বে কোশাকুশি। গাঁজায় টান দিতেছিল]

সাধু। (সহসা নেপথ্যে চাহিয়া) দেখো একঠো আদ্‌মি ইধার আতা হ্যায়। বড়া আদ্‌মী মালুম হোতা।

১ম চেলা। জী, বহুৎ নগীচ ভি আ গিয়া।

সাধু। ধুনী আউর থোড়া জ্বলা দেও। আভি মৈ ধেয়ান্‌মে বৈঠেঙ্গে। বাৎ চিৎ বহুৎ হুসিয়ারিসে কহ্‌না।

২য় চেলা। আজ্ঞে কিছু করতে হবে না বাবা। ওর চেহারা দেখেই বুঝেছি, বেটার টাকা আছে কিন্তু বুদ্ধি নেই। বাবার আশীর্ব্বাদে এক্ষেত্রেও খোট্টা চেলার চাইতে আমিই বেশী কাজ দেখাতে পারব।

সাধু। আচ্ছা তোম উধার যাকে চরণামৃত ঠিক রাখ্যো।

১ম চে। জী।

২য় চে। মাথা নাড়ে কেন ? মির্‌গী রোগ আছে না কি ?

[নন্দের সভয়ে প্রবেশ]

নন্দ। মরার হাড়টার নেই ত বাবা। কত সাধু-সন্ন্যাসী মরার ওপর বসেই থাকে। (দূর হইতে নিরীক্ষণ) না বাবা বাঁচলাম। দুর্গা-হরি-কালী-তারা! (উদ্দেশ্যে প্রণাম)।

২য় চে। আসুন আসুন বাবু, কোন ভয় নেই, কোন ভয় নেই।

নন্দ। (মাথা নাড়িয়া) না ভয় নেই। (দূর হইতে জোড়-করে) দোহাই বাবা রক্ষে কর বাবা!

(নন্দ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া করজোড়ে বসিল)

২য় চে। আপনি খুব ভাল সময়ে এসেছেন। বাবা প্রায় তিন ঘণ্টা হল ধ্যানে বসেছেন। দেখছেন না একেবারে সংজ্ঞাশূন্য। এইবার শেষ হয়ে এল বলে। এখন উনি যাকে যা বলবেন মিলে যাবে, ত্রিকালজ্ঞ কিনা। আপনি বাবার আরও কাছে গিয়ে বসুন।

নন্দ। (গদ গদ স্বরে) বাবা!

২য় চে। বাবার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনেছেন নিশ্চয়।

নন্দ। হ্যাঁ, বন্ধু বলছিল, গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে রোগ সেরে যায়।

২য় চে। বাবা সাক্ষাৎ কলিযুগের ধন্বন্তরি। কত বড় বড় ডাক্তার তাদের রুগীদের জন্য লুকিয়ে এসে বাবার কাছে থেকে অসুধ নিয়ে যায়, আর হাতে হাতে ফল পায়। আর অসুধ কি জানেন?—এই ছাই। কিন্তু এতেই আশ্চর্য্য উপকার হয়!

নন্দ। দেখি আমার বরাতে কি আছে। (গদগদস্বরে) বাবা! দেখো বাবা!

২য় চে। হিমালয়ে একশ' আট বছর ধরে তপস্যাই করেছেন। আর সে কি কঠোর তপস্যা। রৌদ্রে, বৃষ্টিতে, হিমে তুষারে, উফ্! সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

নন্দ। বলেন কি? তবে এখন বাবার বয়েস কত হল?

২য় চে। বোধ হয় হাজার বছরের ওপর হবে। কিন্তু দেখ্তে চল্লিশ পঞ্চাশের বেশী বলে মনে হয় না। দেব-দেহের এম্নি মাহাত্ম্য।

সাধু। (সজোরে) ব্যোম্।

নন্দ। (সভয়ে) ওরে বাবা!

২য় চে। কোন ভয় নাই। এইবার ধ্যান শেষ হয়ে আস্ছে। যোগবলে ওঁরা স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল ভ্রমণ করে বেড়ান। এখন বৈকুণ্ঠ থেকে আস্তে আস্তে

মর্ত্তলোকে নেমে আসছেন। আর কি নিষ্ঠা, শুধু দুদণ্ড কাছে বসলেই ব্যাধিমুক্ত হওয়া যায়।

নন্দ। হ্যাঁ তা বটে! (মাথা নাড়িয়া) আমি অনেকটা ভাল বোধ করছি।

২য় চে। (সোৎসাহে) দেখলেন হাতে হাতে ফল। আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করছি।

সাধু। (সজোরে) হর হর হর।

নন্দ। কামড়ে দেবে না ত?

২য় চে। পাগল আর কি। বাবার সমাধি-ভঙ্গের সময় অগ্নি হয়।

সাধু। আমার সামনে কে? মহাভাগ্যবান্ পুরুষ!

২য় চে। (সোৎসাহে) দেখেছেন দেখেছেন, অন্তর্দৃষ্টিতে আপনাকে দেখতে পেয়েছেন।

সাধু। কিন্তু কুলকুণ্ডলিনী বিমুখ। বৃহস্পতি কেন্দ্রাধিপতি হয়ে দ্বিতীয় স্থানে গত হয়েছেন। তা'র ওপর একি! চন্দ্রের ওপর শনির দৃষ্টি, মস্তিষ্করোগে মরণযোগ। কিন্তু ভয় নাই, ভয় নাই—অষ্টমাধিপতি বলবান, অচিরে ব্যাধিমুক্তি।

নন্দ। দোহাই বাবা রক্ষে করুন—

২য় চে। বাবার কথা শেষ হতে দিন। কথা বলবেন না, শুনুন।

সাধু। লগ্নাধিপতির সঙ্গে সপ্তমাধিপতির সম্বন্ধ, কেন্দ্রাধিপতির সঙ্গে কোণাধিপতির মিলন—রাজযোগ, অসীম সম্পদ, পরমা সুন্দরী পত্নী—

নন্দ। আমি যে বিপত্নীক বাবা—

২য় চে। চুপ চুপ! বাবা সে সব জানেন।

সাধু। অদ্য হ'তে ত্রিরাত্র মধ্যে মহাভাগ্যের সূচনা। কিন্তু গ্রহের কোপদৃষ্টি হতে মুক্তি চাই।

নন্দ। কি করলে মুক্তি হবে?

সাধু। বিভূতি লেপন—কবচ ধারণ—পুরশ্চরণ।

নন্দ। বাবা বাবা!

২য় চে। চুপ।

সাধু। (সজোরে) ব্যোম-ব্যোম-বব্যোম-বব্যোম-হর-হর-হর-ব্যোম-ব্যোম-বব্যোম-বব্যোম-হর-হর-হর-কালী-করালী-কালী-করালী-হর-হর-হর—

(মূর্চ্ছার ভাণ)

২য় চে। (নেপথ্যে চাহিয়া) চরণামৃত, চেলা মহারাজ চরণামৃত। (১ম চেলার পাত্র হস্তে প্রবেশ) উভয়ে

সাধুকে উঠাইয়া বসাইয়া তাহা পান করাইল। সাধু স্থির দৃষ্টিতে নন্দের পানে চাহিয়া রহিল)

২য় চে। এইবার আপনি প্রসাদ পান, সব ব্যাধি মুক্ত হবেন।

নন্দ। (পাত্র মুখের কাছে লইয়া) য়্যাঃ কি গন্ধ !

২য় চে। বাবার প্রসাদ চরণামৃত, মুখ ব্যাঁকাবেন না। তা হ'লে চিরদিনের জন্য মুখ ওম্‌নি ব্যাঁকা হয়ে যাবে।

নন্দ। ওরে বাবা (মাথায় ঠেকাইয়া কষ্টে পান করিল)

১ম চে। ইত বিল্‌কুল্‌ দাওয়াই বাবু সাব্‌। (নন্দের শরীরে চরণামৃতের প্রতিক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিল)

২য় চে। এইবার বাবার সামনে এখানে বসুন (নন্দকে বসাইল) আপনার সঙ্গে চামড়ার কোন জিনিষ নেই ত ?

নন্দ। হ্যাঁ মনিব্যাগ আছে।

২য় চে। ওটা দিন আমি রেখে দি।

১ম চে। হামকো দিজিয়ে বাবু সাব্‌।

(২য় চেলা নন্দের নিকট হইতে উহা লইয়া ১ম চেলাকে আধা-আধি দিবার ইঙ্গিত করিয়া ক্ষান্ত করিল)

নন্দ। বাবা আমি বাঁচব ত ?

সাধু। দেবীর ইচ্ছা। গাত্রাবরণ উন্মোচন কর।

(সাধু চক্ষু মুদ্রিত করিল)

নন্দ। (স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায়) অঁ্যা—

২য় চে। জামাটা খুলে ফেলুন।

(নন্দ নিজে খুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ২য় চেলা খুলিয়া ১ম চেলাকে দিল। সে পকেটে হাত দিয়া যাহা পাইল লইল)

সাধু। দেবী প্রসন্ন হয়েছেন, আর কোন চিন্তা নাই। কাছে এস।

নন্দ। অঁ্যা—

) ২য় চেলা নন্দকে সাধুর আরও নিকটে লইয়া গেল। সাধু চেলা সহ নন্দের সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখাইয়া দিল)

নন্দ। (জড়িত স্বরে) আমার মাথার পেট আর পেটের মাথা!

২য় চে। (নন্দকে ঝাঁকাইয়া) এখন শরীর কেমন ?

নন্দ। অঁ্যা অনেক ভাল।

সাধু। (মনে মনে মন্ত্র পাঠ ও বারি প্রক্ষেপ) ওঁ শান্তি— ওঁ শান্তি—ওঁ শান্তি—ওঁ আপদ শান্তি—ওঁ বিপদ শান্তি—ওঁ রোগ শান্তি—ওঁ মস্তিষ্ক শান্তি—ওঁ জঠর শান্তি—ওঁ শান্তিরেব শান্তি—নীরোগ ভব।

২য় চে। কেমন শাস্তি পেলেন ?

নন্দ। (জড়িত স্বরে) খু-উ-ব।

সাধু। এইবার কবচ ধারণ। কাল ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পুরশ্চরণ হবে।

নন্দ। (জড়িত স্বরে) হ্যাঁ।

সাধু। কবচ লেয়াও (১ম চেলার প্রস্থান)

২য় চে। আর কোন চিন্তা নেই বাবু। এখন আপনি বিশ্ব জয় করতে পারবেন।

(১ম চেলা একটী প্রকাণ্ড মাতুলী লইয়া আসিল এবং সাধু নন্দের গলায় মনে মনে মন্ত্র পাঠ করিয়া পরাইয়া দিল)

সাধু। সুখী হও।

২য় চে। মাতুলীর ভেতর কবচ আছে। সাবধানে রাখবেন।

নন্দ। (মাতুলীতে হাত বুলাইয়া) মাতুলী !—না বাবা এত মাতুলী নয়, এটা বাবাতুলি !

২য় চে। কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আসবেন, পুরশ্চরণ হবে।

নন্দ। আজ তবে আসি (উঠিতে চেষ্টা করিয়া পড়িয়া গেল) ওরে বাবা ! এ বাবাতুলি নিয়ে বাড়ী যাব কি করে ?

সাধু। এই একঠো গাড়া বোলাও (১ম চেলার প্রস্থান) কোন চিন্তা নেই। তিন দিনের মধ্যে অসীম সম্পদের অধিকারী হবে।

২য় চে। চলুন আপনাকে গাড়াতে তুলে দিয়ে আসি। (নন্দকে ধরিয়া দাঁড় করাইল) দেবজ্যোতিঃতে দেহ দুর্ব্বল হ'য়েছে। কিন্তু কি সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে। (নন্দকে ধরিয়া লইয়া চলিল)

নন্দ। বেঁচে থাক আমার বাবাছলি! (নিজ বক্ষ আলিঙ্গন)

(উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—অন্তঃপুরস্থ কক্ষ কাল—দ্বিপ্রহর

[ব্যস্ততাসহকারে রঘুর প্রবেশ]

রঘু। মা লো—ওমা কোউঠিকি যাউচ ?

(পিসীমার প্রবেশ)

পিসীমা। কিরে রঘু দৌড়ে এলি ! কি হয়েছে ?

রঘু। হে জগড়্নাথ মহাপ্রভু ! তুম্ভ মনে এই থিলা ! মো বাবুটী—

পিসীমা। কি হল তোর বাবুর ?

রঘু। একবারে সাধু হেই গলা ?

পিসীমা। সে কিরে সাধু হল কি ?

রঘু। হেলা মোর মুণ্ড আর গণ্ডি। মোর বাবু ভস্ম মাখিছি, মুণ্ড চুড় অড়ুয়া হেইছি, আঁখি দিইটা লাল, আউ বেকেড়ে কণ গোটায়ে বাঁধিচি।

পিসীমা। ওরে আমি যা ভয় করেছি তাই হয়েছে। কোথা রে তোর বাবু ?

(গলায় দোদুল্যমান সুবৃহৎ মাদুলী ও ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গে নন্দের প্রবেশ)

পিসীমা। (ক্রন্দনের সুর করিয়া) ওরে বাছারে !—তোর কি হল রে !—তোকে এ বেশে আমাকে দেখতে হল রে !—ওরে মহেন্দর রে ! তুই কি আমাকে এই দেখতে তোর ছেলেকে আমার হাতে সোঁপে দিয়েছিলি ভাই !—

নন্দ। পিসীমা শোন —

পিসী। আর কি শুনব রে। তুই যে এম্নি করে সংসার ছেড়ে সন্নাসী হয়ে যাবি, এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নাই বাবা !

রঘু। এমিতি কাম কাঁইকি করিবাকু গলু বাপ।

নন্দ। তুই থাম বেটা। গোল বাধাবার গুরু গোঁসাই।

পিসী। ওরে তুই ভাল ভাল বদ্দি দেখা, তোর অসুখ ভাল হবে।

নন্দ। এই নিমতলায়—

পিসী। ষাট, ষাট, নিমতলার নাম করতে নাই।

নন্দ। বঙ্কু বল্লে একজন খুব বড় সাধু এসেছে—

পিসী। তাঁর কাছে কি দীক্ষা টিক্ষা নেওয়া হয়ে গিয়েছে ?

নন্দ। আর দীক্ষা !

পিসী। তবে কি তার চেলা হ'য়েছিস্ ?

নন্দ। তার চেলাদের পুলিশে দেব।

পিসী। ও কথা কি বলতে আছে বাবা। ওঁদের কত চেলা। তাতে কাজ নেই বাবা, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আয়।

নন্দ। ঘরে ত ফিরে এসেছি পিসীমা। কিন্তু সেই জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ, ভণ্ড—

পিসী। ক্ষ্যামা দে বাবা! অন্তর্য্যামী তাঁরা, জান্তে পারলে শাপ শাপান্ত করবেন।

নন্দ। তা করুক, আমি ভয় করি না।

পিসী। কিন্তু এবেশ কেন নিলি বাবা! (ক্রন্দনের সুরে) আমার যে কতদিনের ইচ্ছা একটি সোনার পিতিমে ঘরে এনে বসাই।

নন্দ। সাধ করে এ বেশ নিই নাই পিসীমা। বন্ধুটাই ত বল্লে,—কে জানে বেটারা বদমায়েস। আমাকে জোর করে কি একটা খাইয়ে দিলে, তাতে এমন ঘোর এল যে কি বলব।

পিসী। আমার পোড়া কপাল।

নন্দ। বাড়ী এসে তবে আমার ভাল হল। আমার জামা মনিব্যাগ সব নিয়ে বেটারা ছাই মাখিয়ে ভূত সাজিয়ে দিয়েছে।

রঘু। কি! মোর বাবুকু জোর করি সাধু সজাই দেল।
মারি কিরি তার হাড় গোড় ভাঙ্গি দেবি।

নন্দ। থাম বেটা। আর হাড় গোড় ভাঙ্গতে হবে না।
নে এখন আমাকে সাবান আর তেল দিবি চল।

পিসী। হ্যাঁ বাবা শীগ্‌গীর চান করে আয়, তোকে এ
বেশে দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—শান্তার বাটী   কাল—অপরাহ্ণ

[মিসেস বোসের প্রবেশ]

মিসেস। (নেপথ্যে চাহিয়া) তোর যে আর সাজ গোজই শেষ হয় না।

(শান্তার প্রবেশ)

শান্তা। কই সাজগোজ আবার কি করেছি! তোমার যেমন কথা!

মিসেস্। বুঝতে কি আর বাকী আছে! আমাদেরও এই রকম একদিন ছিল। দেখবো কেমন তোর বিদ্যে,—এ patientএর কেমন চিকিৎসা করিস্ দেখবো। এবার তোর ডাক্তারী পড়া সার্থক হবে।

শান্তা। এ রকম কোন patient আজ পর্য্যন্ত ত পাইনি, তুমি বরঞ্চ এ সব বিষয়ে পাকা।

মিসেস্। দুদিন পরে তুইও পাকবি। তখন কি আমাদের আর তোর বাড়ীতে ঢুক্‌তে দিবি !

শান্তা। হ্যাঁ তাই বুঝি করে ? তোমরা আমার গলায় দড়ি দিচ্ছ তা কি আমি আর বুঝতে পারছি না। তোমার যেমন একটী হনুমান জুটেছে, এটি বোধ হয় হবেন একটী জাম্বুবান।

(গুপীর প্রবেশ)

গুপী। মনে করে দেখ তার কাছাকাছি বটে।

মিসেস। এই যে নাম করতে না করতেই হাজির। কৈ তোমার নন্দ বাবু কোথায় ?

গুপী। মনে করে দেখ এই এল বলে। (শান্তাকে দেখিয়া) এলোপ্যাথ হোমিওপ্যাথ তলিয়ে গেল, এলেন "মনপ্যাথ" মনে করে দেখ, এত সোজা কথা নয় ! আসবে না, দেখনা একটু।—

শান্তা। দিদিকে তাই বলছিলাম আপনার সঙ্গে মিল্‌বে ভাল।

গুপী। মনে করে দেখ এই হনুমান আর জাম্বুবান না হলে যে রামায়ণই লেখা হত না। আর সীতা ঠাকুরুণকে মনে করে দেখ চিরদিনই সেই লঙ্কায়

অশোক বনে চেড়ীদের হাতে বেত খেতে হ'ত। তোমরা মনে করে দেখ রামায়ণের case notes ত পড়নি ?

মিসেস। সেগুলি বুঝি মহাশয়ের লাঙ্গুলে জড়ান আছে। দেখ, ও সব ঠাট্টা রাখ, এখন গম্ভীর হয়ে কাজটা যাতে হয় তাই কর।

গুপী। গম্ভীর হব ? আচ্ছা এই নাও। (গম্ভীর হইল)

শান্তা। দেখুন মিষ্টার বোস, এত গম্ভীর হওয়া মোটেই ভাল নয়। হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে গেলে তখন Cæsarean section করতে হবে।

গুপী। (হাসিয়া) আচ্ছা তোমার adviceই নেওয়া গেল। (মিসেস বোসের প্রতি) আমার কিন্তু দোষ নাই।

মিসেস। তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। কাজের সময়—

গুপী। হাঁ মনে করে দেখ এই লঙ্কাকাণ্ডের পর থেকে কাণ্ডজ্ঞানটা একেবারে লোপ পেয়েছে।

মিসেস। না, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

গুপী। তা কি আর করব! তাইত মনে করে দেখ শান্তার patient এখনও এসে হাজির হ'ল না। পথ ভুলে গেল নাকি ?

মিসেস। দেখিস্ তুই যেন হেসে ফেলিস না। একটু কথাবার্ত্তার পর আবার কালই আসতে বলবি।

গুপী। আর তার সঙ্গে মনে করে দেখ ওই চটুল চোখের চোখা চাহনি খানকতক ছুড়লেই কার্য্য সিদ্ধি। বাস্তবিক তোমাদের চোখে hypnotic attraction আছে।

মিসেস। নিশ্চয়ই। পুরুষ মানুষদের মুরদ খুব বোঝা গিয়েছে। তাইত বলছিলাম নন্দ বাবুকে একবার নিয়ে আসতে। চোখচোখি হলে হয়।

গুপী। ওই যে নন্দ আসছে। চল মনে করে দেখ এখন আমরা একটু আড়ালে যাই। (সকলের প্রস্থান)

(নন্দের প্রবেশ ও চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ)

নন্দ। এই বাড়ীইত বটে, ঠিকানা মিলিয়ে নিয়েছি। বেয়ারাটা আমায় দেখে অমন করলে কেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম ডাক্তার বাবু বাড়ী আছেন? সে মুচ্‌কি হেসে বললে এই ঘরে বসুন। আমার নামটাও জিজ্ঞেস্ করলে না। গুপীদা বোধ হয় আমার কথা ডাক্তার বাবুকে সব খুলে বলেছেন।

শান্তা। (নেপথ্যে) বেয়ারা !

নন্দ। ও বাবা ! এ আবার কে ? লেডি ডাক্তার না কি ? কি করি—পালাব নাকি ? যাই হো'ক ওঁরই পরামর্শ নেব।

(গম্ভীরভাবে শান্তার প্রবেশ)

শান্তা। আমি আপনার কি করতে পারি ?

নন্দ। বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।

শান্তা। Pain আরম্ভ হয়েছে ?

নন্দ। পেন ত কিছু টের পাচ্ছিনা।

শান্তা। Prima para ?

নন্দ। হ্যাঁ।

শান্তা। First Confinement ?

নন্দ। আজ্ঞে ?

শান্তা। প্রথম পোয়াতী ?

নন্দ। (সলজ্জভাবে) আজ্ঞে আমি নিজের চিকিৎসার জন্য এসেছি।

শান্তা। আপনার চিকিৎসা ? ব্যাপার কি সব খুলে বলুন ত।

(উভয়ে বসিল)

নন্দ। দুঃখের কথা আর কি বলব। এই বিষ্যুৎবারে ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যাই। আমার কোথাও কিছু লাগে নি। কিন্তু বন্ধুবান্ধবরা সবাই বললে ডাক্তার দেখাতে, তাই প্রথমে ডাক্তার তফাদারের কাছে যাই।

শান্তা। তিনি কি বললেন?

নন্দ। তিনি বললেন যে আমার মাথার ভেতর টিউমার না কি হয়েছে, অস্ত্র করতে হবে। তারপর এত বড় একটা নল বার করে বললেন গা ফুঁড়তে হবে।

শান্তা। ও! injection দেবেন বলেছিলেন বুঝি?

নন্দ। হ্যাঁ। সেই ভয়ে আর তাঁর কাছে যাই নাই। তারপর চোরবাগানের নেপালবাবু হোমিওপ্যাথকে দেখাই। তিনি বললেন আমার পেটের ভেতর "কোলাকুলি" না কি হয়েছে। আর যে ধমক দিলেন—বাবা!

শান্তা। তারপর?

নন্দ। তারপর আর কি করব, প্রাণের দায়ে তারিণী কোবরেজকে দেখালাম।

শান্তা। তিনি কি বললেন?

নন্দ। তিনি বললেন আমার পেটের ভেতর উর্দ্ধ শ্লেষ্মা হয়েছে! কিন্তু তাতে আমার মন মানল না। আমার বরাত বড় মন্দ। (কপালে করাঘাত)

শান্তা। তা'ত বুঝতেই পারছি। তারপর কি করলেন?

নন্দ। কি আর করব। ফরাক্কাবাদ থেকে একজন হকিম সাহেব এসেছেন তাঁকেও দেখালাম। তিনি বললেন আমার মাথার হাড় সব চুরমার হয়ে গিয়েছে।

শান্তা। বলেন কি?

নন্দ। এই দেখুন মাথা কামিয়ে কি একটা ওষুধ দিয়ে দিয়েছিল।

শান্তা। তারপর?

নন্দ। সে কথা আর আপনাকে কি বলব,—নিমতলায় ক'বেটা ভণ্ড সাধুর হাতে পড়ে নাকালের একশেষ!

শান্তা। এর জন্য আমার কাছে এসেছেন কেন?

নন্দ। তা কি জানি? গুপীবাবু বল্লেন এই ঠিকানায় এলেই অসুখ সারবে।

শান্তা। হ্যাঁ, গুপীবাবু বলছিলেন বটে সেদিন আপনার কথা। আপনার বাড়ীতে কে আছেন?

নন্দ। আমার পরিবার বহুদিন হ'ল গত হয়েছেন।

শান্তা। তবে কে আছেন ?

নন্দ। পিসীমা।

শান্তা। দেখুন, আপনি আর বিয়ে করেননি কেন ?

নন্দ। কেন করিনি তা' কি করে বল্‌ব ?

শান্তা বিয়ে করলে এ রোগ আপনার হ'তই কি না সন্দেহ। অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে তা' serious —ডাক্তাররা যা বলেছেন তা ঠিক। আপনার রোগটা মাথা আর পেট থেকে আরম্ভ হয়েছিল; কিন্তু এখন দুয়ের মাঝামাঝি স্থানটা অধিকার করে বসেছে। স্থানটা বড় খারাপ।

নন্দ। সর্ব্বনাশ! তা'হলে কি হবে! রোগটাকে কি স্থানচ্যুত করবার কোন উপায় নাই ?

শান্তা। (উঠিয়া) দেখুন, আজ আমি ভারী ব্যস্ত আছি। কাল আর একবার আসবেন, চিন্তা করে আপনার সম্বন্ধে কি করা যায় স্থির করা যাবে।

নন্দ। আজ্ঞে কালই আবার আসব। আপনার কাছে যখনই আসতে বলবেন তখনই আসব। (প্রস্থান করিতে করিতে ফিরিয়া) কাল কখন আসতে হবে ?

শান্তা। এই সময় আসবেন।

নন্দ। যে আজ্ঞে, এই সময় আসব—এই সময় আসব। আর একটা কথা—যদি একটু সকাল সকাল এসে পড়ি?

শান্তা। বৈঠকখানায় বসে থাকবেন।

(নন্দ পুনরায় ফিরিয়া চাহিয়া প্রস্থান করিল)

শান্তা। আহা বেচারী কি সরল, কিন্তু কি দুঃখী!

(গুপী ও মিসেস বোসের প্রবেশ)

গুপী। মনে করে দেখ ওষুধ ধরেছে।

মিসেস। যাবে কোথা। তুইও যে গম্ভীর হয়ে পড়্‌লি?

শান্তা। তোমার যেমন কথা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বারান্দা　　　　　　　　　　　　　　　কাল—প্রভাত

[কোঁচার এক অংশ গারে দিয়া নন্দের প্রবেশ। পশ্চাতে তোয়ালে স্কন্ধে রঘু ভৃত্যের প্রবেশ]

নন্দ। (হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে) নাঃ রাত্রে ভাল ঘুম হ'ল না। সারারাত্রি কি ভাবছিলাম কে জানে।—এ স্বপ্নটা বেশ, সে রাত্রির মত নয়।—এমন স্বপ্ন রোজ দেখিনা কেন?

রঘু। বাবু মুহ ধোইব নাহি?

নন্দ। আঃ! থাম বেটা।

রঘু। এজ্ঞে।

নন্দ। আর বিয়ে করিনি কেন? পিসীমাত' বহুদিন থেকে পীড়াপীড়ি করছেন। না, কাজটা ভাল হয়নি। অসুখটা এখন মাথার আর পেটের মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়েছে বল্লেন। (মাথা ও পেটের মাঝামাঝি স্থান মাপিয়া, বুকে হাত দিয়া) অসুখটা এখন এইখানে। হ্যাঁ ঠিক বলেছেন।

রঘু। এজ্ঞে বেড়া হলা মুহ যদি ন ধোইব তেবে মু যাউচি।

নন্দ। যা দূর হ বেটা (রঘুর প্রস্থান)

নন্দ। আজকে আবার যেতে বলেছেন। হ্যাঁ, যেতে হবে। গুপীদা বলছিলেন তাঁকে দেখলেই আমার অসুখ সেরে যাবে, মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে। হ্যাঁ আমার অসুখ অনেকটা সেরেছে, কিন্তু তাঁকে দেখতে না পেয়ে মনটা এখন এমন করছে কেন?

(নেপথ্যে)

বঙ্কু। মাইরী দাদা বাড়ীতে আছ?

নন্দ। কে বঙ্কু যে, এস ভায়া! আজ যে এত সকালে?

(বঙ্কুর প্রবেশ)

বঙ্কু। মাইরী সকাল কোথা! প্রায় যে এগারটা বাজছে, আর তুমি মাইরী একি! মুখও ধোওনি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ?

নন্দ। আর ভাই, মনটা ভাল নেই। কাল সারা রাত্রি ঘুম হয় নি।

বঙ্কু। মাইরী বটে বটে! শরীর থেকে অসুখটা মনে চলে গেল কবে আবার? আর রাত্রে মাইরী ঘুমই বা হয় না কেন?

নন্দ। আর ভাই এই ট্রাম থেকে পড়ে গিয়েই আমার যত বিপদ।

বঙ্কু। (হাসিয়া) মাইরী এবার প্রেমে পড়, হাত পা ভেঙ্গে জরজর হোক, বাস্ তা হলেই সব আপদ দূর হয়ে যাবে! মাইরী যাঁহা মুস্কিল তাঁহা আসান, শাস্ত্রেই আছে।

নন্দ। তাইত।

বঙ্কু। মাইরী গুপীদার প্রেমপ্যাথ না মনপ্যাথ ডাক্তার কি বল্লে? তাঁকে দেখেই মাইরী অসুখ সার্ল নাকি?

নন্দ। না ভাই, তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা ঠুট্টি করোনা।

বঙ্কু। পীরিৎ যে বেজায় মাইরী। ভাল ভাল, তা হ'লে ধরা পড়েছ! মাইরী চল চল, চান টান করবে চল। তোমার অবস্থা মাইরী ভাল বলে বোধ হচ্ছে না।

নন্দ। আচ্ছা ভাই আমি চান টান করেই বেরিয়ে পড়ব। তুমি যতক্ষণ বসবার হয় বস।

(প্রস্থান)

(গান করিতে করিতে নিধুর প্রবেশ)

নিধু। (সুর করিয়া) "প্রেমে নর আপনি হারায়, প্রেমে পর আপন হয়"—বাওয়া গুপীদার কি বুদ্ধি!

হাজার হলেও উকিলি মাথা, নইলে ঐ রকম পয়হা করতে পারে? এবার কিস্তি কিন্তু বাওয়া রাণীর। মাৎ না হয়ে যায় না! ননদা বাড়ী আছ?

বঙ্কু। তুমি যে মাইরী গোরাচাঁদের মত পথে পথে প্রেম বিলিয়ে বেড়াচ্ছ? ব্যাপার কি?

নিধু। ব্যাপার আমার চেয়ে তো বাওয়া তুমিই ভাল জান। ননদাকে নিয়ে তুমি আর গুপীদা বাওয়া কি নাচানই না নাচাচ্ছ?

বঙ্কু। ভূত ছাড়াতে হ'লে মাইরী নাচন কোঁদন সবই কর্ত্তে হয়। দাদার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, জানতো মাইরী।

নিধু। বলিহারী তোমাদের বুদ্ধি বাওয়া। গজ গেল, দাবা গেল, রাজা যায় যায়—খুব চাল চেলেছ বাওয়া।

বঙ্কু। এসেছি দাদার কাছে। মাইরী অবস্থা খুব সঙ্গীন। শুনছি বুক ধড় ফড়, রাতে ঘুম নাই, উদাস উদাস ভাব, সব লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে!

নিধু। বল কি বাওয়া এর মধ্যেই এতদূর?

বঙ্কু। মনোপ্যাথ ডাক্তারের কাছে মাইরি খুব ঘন ঘন যাওয়া হচ্ছে।

নিধু। বাহবা বাওয়া!—গুপীদা এল না?

বঙ্কু। সে আগেই গিয়েছে। প্রজাপতির বাহন, মাইরী সে এখানে থাক্‌লে চলে ?

নিধু। চল চল বাওয়া যাওয়া যাক, আর দেরী করা ঠিক নয়।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—শান্তার বাটী　　　　　　　　　　কাল—সন্ধ্যা

[শান্তা ও নন্দ বসিয়া কথা বলিতেছিল]

শান্তা। আজ কি রকম আছেন ?

নন্দ। অনেকটা ভাল। তবে—

শান্তা। তবে কি ?

নন্দ। ভাবছি রোগটা কেমন করে সারবে ! আপনি কাল যা বলেছিলেন ভেবে দেখলাম রোগটা এখন (বুকে হাত দিয়া) এই খানেই বটে—

(গুপীর প্রবেশ)

গুপী। মনে করে দেখ তা হলে এতদিনে বুঝ্‌তে পেরেছ ?

(উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল)

নন্দ। (লজ্জিত হইয়া) না তা নয়।

গুপী। তোমার মনে করে দেখ এটা হচ্ছে heart's disease, একটি sweet heart না হ'লে কি মনে করে দেখ এ রোগ আর কেউ সারাতে পারে !

তাই মনে করে দেখ এই ব্যবস্থা করেছি। এখন তোমার মনপ্যাথ ডাক্তারকে মনে ধরবে ত?

নন্দ। (হাসিয়া) তা-তা তোমরা সবাই যখন বল্‌ছ তখন মনে ধর্‌বে না কেন?

গুপী। মনে করে দেখ এই ডাক্তারের কাছে কিন্তু চির-কাল থাকতে হবে। রাজি?

নন্দ। রাজি না হয়ে কি করি! রোগ ত সারাতেই হবে।

গুপী। তুমি এই patientএর ভার নিতে প্রস্তুত?

শান্তা। অপ্রস্তুত আমি কিছুতেই নই মিষ্টার বোস্, তবে উপযুক্ত ফি' চাই!

গুপী। আচ্ছা তার জন্য মনে কর দেখ আমি জামিন থাকলাম। দেখি ভাই হাতখানা।

(মিসেস বোসের প্রবেশ)

মিসেস। আমি অপরিচিতা বলে কিছু মনে করবেন না নন্দ বাবু। এটী আমার ভগিনী, বর্ত্তমানে আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী।

গুপী। (উভয়ের হাত ধরিয়া) এবং আমার শ্যালিকা অতি রসিকা। (উভয়ের হাতে হাত মিলাইয়া) এই

বাঁধনই তোমার ওষুধ।—(সম্মুখে আসিয়া) কি ভাই চোখ বুজলে যে ?

নন্দ। ওষুধের action আরম্ভ হয়েছে।

গুপী। এর মধ্যেই !

মিসেস। তুইও চোখ বোজ্‌না।

শান্তা। আমার ত আর অসুখ করেনি।

(নিধু ও বঙ্কুর প্রবেশ)

নিধু। নন্দার দেখছি আর তর সইল না। আমরা আসতে না আসতেই বাওয়া মধু মিলন। (সুর করিয়া) "আহা কিবা মানিয়েছে রে, আহা কিবা মানিয়েছে ! যেন মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু, কৃষ্ণের পাশে বলরাম—"

বঙ্কু। তুমি যে মাইরী গান ধরে ফেল্লে,থাম থাম। দাদার আবার শরীর খারাপ, দেখছ না ? কেমন দাদা, বউদি নইলে কি বাড়ী মানায়, বলেছিলাম না মাইরী ?

নন্দ। (হাসিয়া) হ্যাঁ ঠিক বলেছিলে, এখন বুঝতে পারছি।

নিধু। এবার বাওয়া মোটর কিনবে ত ?

নন্দ। নিশ্চয়ই।

বঙ্কু। আমাদের চড়াবে ?

নন্দ। সে কথা বল্‌তে।

নিধু। আর বাওয়া ট্রামে চড়বে ?

নন্দ। আবার !

গুপী। কেমন মনে করে দেখ আর মাথায় কোন গোল-যোগ আছে ?

নন্দ। না।

গুপী। পেট ঠিক হয়েছে ?

নন্দ। হ্যাঁ।

গুপী। শরীরে মনে করে দেখ আর কোন অসুখ নাই ?

নন্দ। না।

গুপী। তা হলে এইবার মনে করে দেখ ডাক্তারের 'ফি' তোমার সেই জিনিষটি ডাক্তারকে দিতে হবে।

বঙ্কু। মাইরী সেই আকাশের চেয়ে মস্ত জিনিষটা কি দাদা ?

গুপী। সেই জিনিষটি প্রাণ।

নন্দ। সেত অনেকক্ষণ দিয়ে ফেলেছি। আমাতে কি আর আমি আছি দাদা।

মিসেস। শুনছিস লা ?

শান্তা। বেশ, তবে আমি patientএর charge নিলাম।

গুপী। আগা গোড়া মনে করে দেখ wrong diagnosis হয়েছে, রোগ সারবে কোথা হতে? এর জন্য thanks পাওয়া উচিত আমার স্ত্রীর—থুরী, মনে করে দেখ মিসেস বোসের। এইবার দরকার একটু long change—a honeymoon trip—

বন্ধু। মাইরী বলিহারী বউদির 'মন-প্যাথি'!

(নেপথ্যে শঙ্খ ও সানাই ধ্বনি)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬